মূল্য : ৭.০০ টাকা মাত্র

গৌড়ীয় মিশন হইতে প্রকাশিত

শ্রীভক্তিপথ

পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস
১০৮ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ পরিব্রাজক গোস্বামী

৫৪ বর্ষ ❀ ৭ম সংখ্যা ❀ শ্রীনিত্যানন্দ সংখ্যা ❀ মাঘ, ১৪২৩ ❀ ফেব্রুয়ারী, ২০১৭

গৌড়ীয় মিশনের শুদ্ধ ভক্তি-মঠ ও প্রতিষ্ঠান সমূহ

১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ (রেজিঃ হেড অফিস) বাগবাজার
কলকাতা-৩ ফোঃ 2554-4155, 9903615586, 9804417544
e-mail :- gaudiya@gaudiyamission.org
visit us : www.gaudiyamission.org
২। শ্রীবৃহদ্-মৃদ। ভাগবত যন্ত্রালয়, ৩। গৌড়ীয় মিশন পরাবিদ্যাপীঠ রিসার্চ ইন্‌স্টিটিউট, ৪। গৌড়ীয় মিশন গ্রন্থ মন্দির,
৫। গৌড়ীয় মিশন দাতব্য চিকিৎসালয়,
৬। শ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গৌড়ীয় মঠ, গোদ্রুম,
পোঃ স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া-741315, ফোনঃ-034722-48218,
৭। শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গ্রন্থ মন্দির,
৮। শ্রীকুঞ্জকুটীর, বেলেডাঙ্গার মোড়, পোঃ কৃষ্ণনগর,
নদীয়া-741104 ফোনঃ-7602817814
৯। শ্রী প্রপন্নাশ্রম মঠ, পোঃ আমলাজোড়া,
বর্দ্ধমান-713212 ফোনঃ-2520-358 STD-0343
১০। শ্রীভাগবত-জনানন্দ মঠ, চিরুলিয়া, পোঃ মহেশপুর, মেদিনীপুর (পূর্ব),
পিন-৭২১৪৫২, মো ঃ ৭৬০২৯৯৭৬৮৫, ৯৫৬৪২৪৫১৩২
১১। শ্রীভাগবত আশ্রম, কুলুশীর্ষা, কুড়মিঠা, বীরভূম (পঃবঃ)
১২। শ্রীপুরুষোত্তম মঠ, চটক পর্বত, গৌরবাটসাহী
পোঃ পুরী-752001 (উড়িষ্যা), মো ঃ ০৯৮৬১৩৬৯৪১৭
১৩। আর্তাশ্রম, পুরী, ১৪। গৌড়ীয় মিশন দাতব্য ঔষধালয়, ঐ
১৫। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ, গৌড়ীয় মিশন রোড, উড়িয়া বাজার,
কটক-753001 ফোন ঃ-2420432 STD 0671
১৬। পরমার্থী প্রিন্টিং প্রেস, ঐ
১৭। শ্রী ব্রহ্ম গৌড়ীয় মঠ, আলালনাথ, পোঃ ব্রহ্মগিরি,
পুরী, পিন-752011 মোঃ 09937355847/ 07873515784
১৮। আর্তাশ্রম, আলালনাথ, ঐ
১৯। শ্রী চৈতন্যপাদপীঠ, যাজপুর, পোঃ যাজপুর উড়িষ্যা
২০। শ্রীমাধবেন্দ্র গৌড়ীয় মঠ, রেমুণা, বালেশ্বর-756019
উড়িষ্যা মো ঃ 096920 22603
২১। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু পথ, মিঠাপুর,
পাটনা-800001 (বিহার) ফোন-2200854 STD-0612
২২। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, গৌতমবুদ্ধ রোড, গয়া-823001 বিহার
ফোন-2225116 STD-0631 মো ঃ ০৯৪৩০৬৩৮৯৮৪
২৩। শ্রীরূপগৌড়ীয় মঠ, 77 নং তুলারামবাগ এলাহাবাদ-211006
(ইউ. পি.), মো ঃ-09451179811, 08005333259
২৪। শ্রীসনাতন গৌড়ীয় মঠ, 8/17 বড়গম্ভীর সিং,
বারাণসী- 221001 ফোন ঃ-2275-952 STD-0542
২৫। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মঠ, কিশোরপুরা, বৃন্দাবন, মথুরা-281121
মোঃ-০৮৭৫৫৫০৮৪১৩
২৬। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, মতিনগর, লক্ষ্ণৌ-226004
ফোন ঃ-2692314 STD-0522
২৭। শ্রীভক্তিকেবল ঔডুলোমি গৌড়ীয় মঠ, সুভাষনগর,
মোগলসরাই (ইউ. পি.), পিন-২৩২১০১,
ফোন-256022 STD-05412
২৮। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, F 1/1, হাউজ খাস, নিউ দিল্লী
পিন-110016, ফোন-26868743, STD-011
e-mail : gaudiyamath.delhi@gmail.com
২৯। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, গান্ধীনগর, বান্দ্রা (পূর্ব)
মুম্বাই-400051, ফোন-26591212 STD-022
e-mail : gaudiyamission.mumbai@gmail.com
৩০। শ্রীব্যাসগৌড়ীয় মঠ, পোঃ কুরুক্ষেত্র, জেলা কুরুক্ষেত্র,
হরিয়ানা-136118, ফোন-270749, STD-01744
৩১। শ্রীরাধাগোবিন্দ গৌড়ীয় মঠ, লালা, হাইলাকান্দি
আসাম-788163, ফোন-244-484, STD-03844
৩২। শ্রীগৌরগোবিন্দ গৌড়ীয় মঠ, বাসুদেবপুর, পোঃ খঞ্জনচক
হলদিয়া, পূর্ব মেদিনীপুর। মোঃ - 9434345435
৩৩। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, গ্রাম-শিংপুর, পোঃ-বাদলপুর, থানা-সবং
পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১১৬৬, মোঃ - 9635185495
৩৪। শ্রীরাধাকুঞ্জ গৌড়ীয় মঠ, কোনই রোড,
পোঃ- রাধাকুণ্ড, জেলা-মথুরা, (U.P.),
পিন-281504, মোঃ 09454875061, 08979369504
৩৫। গৌড়ীয় মিশন, Little Bird Academy-র সন্নিকটে,
গ্রাম-উদালবাক্রা, পোঃ-লাল গণেশ, কামরূপ মেট্রো,
গুয়াহাটী-৭৮২১০৩৪, মোঃ ০৯৭০৬৫২৭২৩১
৩৬। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, হেমন্ত মুখার্জী সরনি, ওয়ার্ড নং ৩০,দেশবন্ধু পাড়া, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০৪, মোঃ ০৯২৩৯৮৮০০৭৫
৩৭। শ্রীবাসুদেব গৌড়ীয় মঠ, 27 ক্রানহার্ষ্ট রোড
লণ্ডন N.W.2 4LJ UK. ফোন-0044-208-4522733
৩৮। শ্রীভক্তি শ্রীরূপ ভাগবত গৌড়ীয় মঠ, ১৮০ ফুল্‌টন এভিনিউ,
রচেষ্টার, নিউইয়র্ক-14613, U.S.A. ফোন-0015854588053
e-mail :- gaudiyamissionusa@gmail.com

প্রবন্ধ-সূচী

প্রবন্ধের নাম	লেখক	পত্রাঙ্ক
১। সারকথা	গৌড়ীয় হইতে সংগৃহীত	৩
২। শ্রীল প্রভুপাদের উপদেশাবলী	—	৪
৩। ভক্তি স্কুলের আদর্শ শিক্ষক শ্রীল আচার্য্যপাদ	শ্রীল ভক্তি শ্রীরূপ ভাগবত গোস্বামী ঠাকুর গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত	৪
৪। শ্রীধাম পরিক্রমায় ভগবদ কৃপা লাভ	শ্রীমদ্ ভক্তিসুহৃদ পরিব্রাজক গোস্বামী মহারাজ	৫
৫। ভক্ত্যাভাস	ত্রিদন্ডীস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী মহারাজ	৬
৬। গোদ্রুম মঠে শ্রীল গোস্বামীপাদ	সংগ্রাহক—শ্রীরঘুনন্দন দাস ব্রহ্মচারী	৮
৭। মহারাজ হরিশচন্দ্র	শ্রীমদ্ভাগবত বর্ণিত	৯
৮। Basic Leval National Workshop on Manuscriptology Palaeography	সংগ্রাহক—শ্রীধরনীধর দাস ব্রহ্মচারী	১২
৯। মুম্বাই গৌড়ীয় মঠে শ্রীভাগবত কথা সপ্তাহ	—	১৪
১০। শ্রীচৈতন্য জন্মোৎসব ও মেলা	—	১৫
১১। দরিদ্র আর্ত্ত শিশুদের সেবায় গৌড়ীয় মিশন	—	১৯

শ্রী শ্রী গুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ
বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার পাত্ররাজ-প্রবর
শ্রীশ্রী স্বরূপ-রূপানুগ ধর্মপালক-প্রচারক শ্রীমদ্‌গৌড়ীয়বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ৈক সংরক্ষক নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ
পরমহংস অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত-সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের বিশেষ কৃপাপ্রাপ্ত নিত্যলীলা
প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔডুলোমি মহারাজ ও নিত্যলীলা প্রবিষ্ট
ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি-শ্রীরূপ ভাগবত মহারাজের কৃপাশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত
**গৌড়ীয় মিশনের বর্তমান পাত্ররাজ ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি সুহৃদ্ পরিব্রাজক
মহারাজের নিয়ামকত্বে পরিচালিত পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা।**
**(নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔডুলোমি মহারাজের
কৃপাশীর্ব্বাদে ইং ১৯৬৩ সনে প্রথম প্রকাশিত)**

শ্রীভক্তি-পত্র

**"ভক্তিযোগ, ভক্তিযোগ, ভক্তিযোগ ধন।
ভক্তি এই—কৃষ্ণ-নাম-স্মরণ-ক্রন্দন ॥"**
—শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর

**"ভক্তিবিনা কোন সাধন দিতে নারে ফল।
সব ফল দেয় ভক্তি স্বতন্ত্র প্রবল ॥"**
—শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী

৫৪ বর্ষ ❀ ৭ম সংখ্যা ❀ শ্রীনিত্যানন্দ সংখ্যা ❀ মাঘ, ১৪২৩ ❀ ফেব্রুয়ারী, ২০১৭

সারকথা

স্বরূপ দামোদরের উক্তি বঙ্গদেশীয় কবির প্রতি—

যাহ, ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে।
একান্ত আশ্রয় কর চৈতন্য-চরণে ॥
চৈতন্যের ভক্তগণের নিত্য কর 'সঙ্গ'।
তবে ত' জানিবা সিদ্ধান্তসমুদ্র-তরঙ্গ ॥

(চৈঃ চঃ অ—৫।১৩১-১৩২)

মহাপ্রভুর উক্তি রঘুনাথের প্রতি—

বিষয়ীর অন্ন খাইলে মলিন হয় মন।
মলিন মন হৈলে নহে কৃষ্ণের স্মরণ ॥

(চৈঃ চঃ অ—৬।২৭৮)

পাণিহাটীতে রঘুনাথের উক্তি নিত্যানন্দের প্রতি—

মোর মাথে পদ ধরি' করহ প্রসাদ।
নির্ব্বিঘ্নে চৈতন্য পাঙ—কর আশীর্ব্বাদ ॥

(চৈঃ চঃ অ—৬।১৩৩)

মহাপ্রভুর উক্তি রঘুনাথের প্রতি—

প্রভু কহে,—"কৃষ্ণকৃপা বলিষ্ঠ সবা হৈতে।
তোমারে কাড়িল বিষয়-বিষ্ঠা-গর্ত্ত হৈতে ॥

(চৈঃ চঃ অঃ—৬।১৯৩)

তথাপি বিষয়ের স্বভাব—করে মহা-অন্ধ।
সেই কর্ম করায়, যাতে হয় ভব-বন্ধ ॥

(চৈঃ চঃ অঃ—৬।১৯৯)

শ্রীল প্রভুপাদের উপদেশাবলী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

১৪। মাথুর-বিরহ-কাতর ব্রজবাসিগণের সেবা করাই আমাদের পরম ধর্ম।

১৫। মহাভাগবত জানেন, সকলেই তাঁহার গুরু, তজ্জন্য মহাভাগবতই একমাত্র জগদ্‌গুরু।

১৬। যদি শ্রেয়ঃপথ চাই, তাহা হইলে অসংখ্য জনমত পরিত্যাগ করিয়াও শ্রৌতবাণীই শ্রবণ করিব।

১৭। শ্রেয়ঃবস্তুই প্রেয় হওয়া উচিত।

১৮। রূপানুগের কৈঙ্কর্য ব্যতীত অন্তরঙ্গ ভক্তের আর কোন লালসা নাই।

১৯। বৈষ্ণব-গুরুর আজ্ঞা পালন করতে যদি আমাকে 'দাম্ভিক' হতে হয়, অনন্তকাল 'নরকে' যেতে হয়—আমি অনন্তকালের তরে Contract করে' সেরূপ নরকে যেতে চাই। জগতের অন্যান্য সমস্ত লোকের চিন্তাস্রোত গুরু-পাদপদ্মের বলে মুষ্ঠ্যাঘাতে বিদূরিত করব—আমি এতদূর দাম্ভিক।

২০। নির্গুণ বস্তুর সহিত সাক্ষাতের অন্য কোন রাস্তা নাই—একমাত্র কান ছাড়া।

২১। যে মুহূর্তে আমাদের রক্ষাকর্তা থাকবে না, সেই মুহূর্তেই আমাদের পারিপার্শ্বিক সকল বস্তু শত্রু হয়ে আমাদিগকে আক্রমন করবে। প্রকৃত সাধুর হরিকথাই আমাদের রক্ষাকর্তা।

২২। তোষামদকারী, গুরু বা প্রচারক নহে।

২৩। পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ প্রভৃতি লক্ষ লক্ষ যোনিতে থাকা ভাল, তথাপি কপটতা আশ্রয় করা ভাল নহে। কপটতা রহিত ব্যক্তিরই মঙ্গল হয়।

২৪। সরলতার অপর নামই বৈষ্ণবতা, পরমহংস বৈষ্ণবের দাসগণ—সরল, তাই তাঁহারাই সর্বোকৃষ্ট ব্রাহ্মণ।

২৫। জীবের বিপরীত রুচিকে পরিবর্ত্তিত করাই সর্বাপেক্ষা দয়াময়গণের একমাত্র কর্ত্তব্য। মহামায়ার দুর্গের মধ্য থেকে একটা লোককে যদি বাঁচাতে পার, তাহলে অনন্তকোটি হাসপাতাল করা অপেক্ষা তা'তে অনন্তগুণে পরোপকারের কাজ হবে।

২৬। গৌড়ীয়মঠের নিঃস্বার্থ দয়াশীল প্রত্যেক লোক এই মনুষ্য-সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির চিৎ-শরীর পুষ্টির জন্য দুশ গ্যালন রক্ত ব্যয় করবার জন্য প্রস্তুত থাকুক। *(ক্রমশঃ)*

ভক্তি স্কুলের আদর্শ শিক্ষক শ্রীল আচার্য্যপাদ

(শ্রীল ভক্তি শ্রীরূপ ভাগবত গোস্বামী ঠাকুর গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত)

পরমারাধ্যতম শ্রীল গুরুমহারাজ যেখানেই অবস্থান করতেন সেই স্থানটিতে হরি-কীর্ত্তন ও হরি সেবায় মুখরিত রাখতেন, যেন এক বৈকুণ্ঠ আনন্দ বিরাজ করতো। শ্রীল আচার্য্যপাদও যে স্থানেই থাকতেন হরি প্রসঙ্গের বন্যা প্রবাহিত হতো। এটা তাঁর এক বিশেষ গুণ। তিনি কলিকাতা মঠে অবস্থান কালে মঠটিকে হরি-কীর্ত্তন ও হরি-প্রসঙ্গে মুখরিত রাখতেন। তিনি একটি স্কুলের হেড মাষ্টারের ন্যায় সেই স্থানটির সব দিক্ লক্ষ্য রেখে সকলকে শিক্ষা দিতেন। বাগবাজার মঠে অবস্থানকালে ভোর ৪টা থেকে প্রভাতী কীর্ত্তন করাতেন। নিজে গ্যালারীর উপর থেকে কোন্ কোন্ কীর্ত্তন কে কে করবে নির্দেশ দিতেন। গ্যালারীতে কেউ তাঁর ভয়ে শুয়ে থাকতে পারত না। মঙ্গলারতি, পরিক্রমা ও গুরুবর্গের আরতির পর প্রত্যহ নিজের ভজন কুটীরে সকলকে নিয়ে ইষ্টগোষ্ঠী মুখে যে কোন একটি গ্রন্থ নিয়ে ধারাবাহিক ভাবে আলোচনা করতেন। অনেক সময় Primary স্কুলের ছাত্র ও হাইস্কুলের ছাত্র এই দুই ভাবে Class, নিতেন। জুনিয়ার মঠবাসীদের নিয়ে আলাদা Class আবার সিনিয়ারদের নিয়ে আলাদা Class করতেন। এর ফলে তাঁর স্নান, খাওয়া দাওয়ার নিয়মের প্রচুর বিঘ্ন সৃষ্টি হতো। ছোটদের জন্য দশমূলশিক্ষা, শরণাগতি, কল্যাণকল্প-তরুর কীর্ত্তন, জৈবধর্ম আদি আলোচনা, বড়দের জন্য ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, ভাগবতামৃত, চৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীমদ্ভাগবত, ভক্তিসন্দর্ভ আদি গ্রন্থের আলোচনাদি করতেন। তিনি রীতিমত পরদিন পড়া নিতেন। ভক্তি বিনোদ ঠাকুরের কীর্ত্তনগুলি মুখস্থ করিয়ে এবং অর্থগুলি বিশেষ ভাবে আলোচনা করতেন। এ ছাড়াও বিকালে পুনরায় কখনও কখনও বিশিষ্ট ভক্তদের নিকট রাত্রি ১০টা পর্যন্ত হরি কথা কীর্ত্তন করতেন। প্রসঙ্গময়ী সেবায় মঠটি মুখরিত রাখতেন। ইহা তাঁর আচার্য্যলীলার পূর্ব থেকেই দেখা গিয়েছে।

শ্রীধাম পরিক্রমায় ভগবদ কৃপা লাভ

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসুহৃদ পরিব্রাজক গোস্বামী মহারাজ প্রদত্ত ভাষণ (শ্রীল গোস্বামীপাদ)
স্থান-শ্রীল সনাতন গোস্বামীপাদের সমাধিস্থল, বৃন্দাবন, তাং- ১৭/১০/২০১৪

পরমারাধ্যতম শ্রীশ্রীল গুরুবর্গের অশেষ কৃপায় গৌড়ীয় মিশনের দ্বারা পরিচালিত যে ধাম পরিক্রমা উৎসব, সেই উৎসবের মধ্যে আমরা এসে পড়েছি। বহু ভাগ্যে এসব সুযোগ পাওয়া যায়। ভগবান শ্রীগৌরসুন্দর তিনি তাঁর নিজজনকে দিয়ে তাঁর নিজের প্রেম শিক্ষা দিয়েছেন। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বলেছেন।

''বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য পাদমেকং ন গচ্ছামি ॥''

শ্রীলসনাতন গোস্বামীপাদেরও এই ছিল আশয়। সেই সনাতন গোস্বামী যেখানে বাস করতেন সেটাই বৃন্দাবন সন্দেহ নাই কিন্তু বৃন্দাবনের ভাব কায়দা শিখবে কি করে সেইজন্য মহাপ্রভুর ভক্ত শ্রীলসনাতন গোস্বামীপাদ প্রতিজ্ঞা করেছেন মনে মনে এখান থেকে এক পা-ও নড়ব না।

''বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য পাদমেকং ন গচ্ছামি।''

আমি এক পা-ও যাব না, যা চাই সব পাওয়া যায় শ্রীধাম বৃন্দাবনে। শ্রীবৃন্দাবনে সব পাওয়া যায় মানে **সব রসের রসিক ভক্তদের কৃপা পাওয়া যায়।** এতবড় কথা বললেন শ্রীল সনাতন গোস্বামীপাদ। বৃন্দাবন আসলে সকলকে পাবে আর কোথাও পাবে না। কি করে পাবে এটা তিনি নিজে দেখালেন। শ্রীধাম বৃন্দাবনে হাজার জিনিসের অভাব অভিযোগ, হাজার জিনিসের প্রয়োজনীয়তা অপ্রয়োজনীয়তা দেখিয়ে এক পা-ও তিনি সরতে চাইলেন না। এই হচ্ছে বৃন্দাবনের রহস্য, **রসময় ভগবানের বিলাসস্থলী হিসেবে পরম উপাদেয় স্থান।** এখানে সব রসের রসিক হয়ে ভক্তরা বাস করে। শ্রীল রূপগোস্বামীপাদ ও শ্রীল সনাতন গোস্বামী তাঁদের প্রিয় এই বৃন্দাবন ধামকে আঁকড়ে রেখেছেন যেন-তাই তিনি বললেন বৃন্দাবন ছেড়ে এক পা-ও যাচ্ছি না।

বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য—বৃন্দাবনের প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং লীলাস্থলী হিসেবে এত উপাদেয় হয়েছে। শ্রীল সনাতন গোস্বামীপাদ নিজের উপলব্ধ মহিমা, শ্রীরাধাগোবিন্দের লীলার উপলব্ধ মহিমা শুনিয়েছেন, দেখিয়েছেন। এই ধামের মহাপ্রেমদানের বৈশিষ্ট্য এবং সেই জিনিসটা সকলের সামনে লুব্ধ করবার জন্য বসে আছেন। সেইজন্য আমরা বারবার যা কিছু করি না কেন শ্রীল সনাতন গোস্বামীপাদের পদলেহন করতে করতে, পাদসেবা করতে করতে আমরা ব্রজে পরিক্রমন করব। আমরা শ্রীশ্রীগুরুবর্গের দ্বারা প্রকটিত এই ব্রজধাম পরিক্রমা করব। এই নয় যে বছরে একবার করে চলে গেলাম, যখনই সময় হবে তখনই শ্রীল সনাতন গোস্বামীপাদের কাছে প্রণাম করে তাঁর কৃপা ভিক্ষা করব। এই জিনিসটা এমনি হয় না, কৃপায় লাভ হয়। তিনি এই সুযোগটা সকলকে দিয়েছেন যে, আমি এখানে থাকলাম আপনারা এসে ধামের অসমোর্দ্ধ মহিমা অনুভব করুন।

দেখা, শোনা এবং বলা ও অনুভব করা এসব এক কথারই নামান্তর। শ্রীল সনাতন গোস্বামীপাদ বিরাট মাপের প্রচারক ছিলেন কিন্তু তিনি প্রচার করেছিলেন শ্রীমহাপ্রভুকে, তিনি প্রচার করেছিলেন তাঁর ধামকে, তাঁর নামকে, যা জীবের হৃদয়ে গেঁথে বসে গিয়েছিল।

শ্রীল সনাতন গোস্বামীপাদ শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর দেশ, শ্রীরাধারানীর দেশ, প্রচার করেছিলেন যা অত্যন্ত গূঢ় রহস্য।

আপহি ভোরি ভুবন করু ভোর।
নিজ পর নাহি সবারে দেই ক্রোড় ॥

তিনি নিজের পরের কোন কথা বলেন নাই, সবাইকে প্রীতির আলিঙ্গন দিয়ে বেঁধে রেখে ছিলেন শ্রীবৃন্দাবনে। আর সেই শ্রীমূর্তি যারা নিয়ে তুলে ধরেছেন তারা হচ্ছেন শ্রীমহাপ্রভুর নিজ পার্ষদগণ—

''রূপ, সনাতন, ভট্ট রঘুনাথ।
শ্রীজীব, গোপাল ভট্ট, দাস রঘুনাথ ॥
এই ছয় গোসাঞীর করি চরণ বন্দন।
যাহা হৈতে বিঘ্ন নাশ অভীষ্ট পূরণ ॥''

তাদের যে উপলব্ধ সত্য সেখানে আর অন্য কিছুর কোন মূল্য নাই। ধামের পশুপাখি, ধামের ধূলি সকলের একই তাৎপর্য্য। ভগবান গৌরসুন্দর তিনি অমন্দোদয় দয়া দান করতে এসেছিলেন জগতে। অমন্দোদয় দয়া মানে সে দয়া কখনো মন্দ প্রসব করবে না। **অমন্দোদয় দয়া হৃদয়ের মনোবৃত্তিকে খর্ব করবে না, বাড়িয়ে দেবে।** আমরা এই শ্রীবৃন্দাবনের ভক্তগণের সমাধি দর্শন করে তাঁদের কৃপা ভিক্ষা করে পরিক্রমা করব।

আপহি ভোরি ভুবন করু ভোর
নিজ পর নাহি সবারে দেই ক্রোর ॥

জীবনের যতকিছু events আছে তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হচ্ছে শ্রীধাম পরিক্রমা। শ্রীধাম পরিক্রমা করে আমরা অনায়াসে ভগবানের কৃপা পেতে পারি। আমরা ধাম পরিক্রমা করি পা দিয়ে, কিন্তু অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সেবা করে যে ফল পাওয়া যায়, পা দিয়ে ধাম পরিক্রমার দ্বারা যে পাদসেবন হয় তার দ্বারাও একই ফল লাভ হয়। শ্রীগৌরসুন্দর তাঁর সব নিজ জনদের দ্বারা পরিক্রমার বৈশিষ্ট্য দেখিয়েছেন। শ্রীপাদপদ্মের দিকে প্রেমটা আনবার জন্য তিনি এইসব সেবার প্রকট করেছেন। ভগবান শ্রীগৌরসুন্দর তিনি নাচি নাচাইয়ে, গাহি গাওয়াইয়ে এসব লীলা করেছেন। ভগবান, তিনি কেমন করে সাধারণ জীবকে ভক্তির দ্বার পর্যন্ত আনা যায় তা মন্ত্রমুগ্ধের মতো করতে থাকলেন। এখন আমরা যেখানে আসলাম সেখানে শ্রীলসনাতন গোস্বামীপাদের সমাধি তিনি কত বিড়ম্বনার মধ্যে থেকেও আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব সবাইকে গৌরের প্রাণাধিক প্রিয় যে প্রাঞ্জল প্রেমধন তা সবাইকে জানিয়ে দিয়েছিলেন।

''আপহি ভোরি.....সবারে দেই ক্রোড়।''

সবাইকে কোল দিয়ে ভালোবেসে তিনি তাঁর নিজের অনুভবী প্রেমফল লাভ করবার চেষ্টা করেছিলেন।

দয়াময় গৌরহরি নৈদ্যলীলা সাঙ্গ করি
হায়! হায়! কি কপাল মন্দ ॥

ভক্তি বিজ্ঞানী লোক যারা, তাদের কীর্ত্তিত কথার সঙ্গে পরিক্রমা করতে পারলে প্রেমের আলোকে উদ্ভাসিত হতে পারব।

''বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ ॥''

ভক্ত্যাভাস

ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী মহারাজ, সেবাসচিব, গৌড়ীয় মিশন

বৈষ্ণব জগতে নামাভাস, দাসাভাস বা ভক্ত্যাভাস আদি শব্দের প্রয়োগ দেখা যায় এবং ভক্তিরাজ্যে এই সকল শব্দের বিরাট গুরুত্ব। প্রাকৃত জগতে এই সকল শব্দের কোনও দাম নাই। তথাপি ভক্তিশাস্ত্রে এর বিরাট মহিমা। শ্রীমদ্ভাগবতে অজামিল উপাখ্যানে নামাভাসের মহিমা দেখা যায়। অজামিলের মত একজন পাপীরও নামাভাসের ফলে মুক্তি অর্থাৎ বৈকুণ্ঠগতি লাভ আশ্চর্যের বিষয় বটে। যদিও শুদ্ধ হরিনাম উচ্চারণের মুখ্য ফল ভগবৎ প্রেম। তথাপি নামাভাসে যে ফল অজামিল পেয়েছিলেন নাম জপকারী সাধকের পক্ষে তা বিশেষ আশাব্যঞ্জক। শাস্ত্রে হরিনামের অগাধ মহিমা রয়েছে। সেই নামের আভাসেও এই অসামান্য এবং অদ্ভুত ফল। এর থেকে বড় ভরসা আর কি হতে পারে?

এইরূপ দাসাভাস শব্দটিও কম মূল্যবান নয়। শুদ্ধ দাসত্বে পূর্ণ শরণাগতি, আনুগত্য ও ইষ্টের সুখচিন্তা থাকায় বিশাল লাভ। সেই দাসত্বের ফল শ্রীকৃষ্ণের নিত্যসেবা লাভ এবং তার আনুসঙ্গিক ফল অবিদ্যা নাশ ও মায়ার দাসত্ব থেকে মুক্তি। আর যিনি দাসাভাস, তত্ত্বজ্ঞানের অভাববশতঃ উক্ত দাসত্বে পূর্ণতা লাভ করেননি অথবা বাহ্যত ভগবান বা তাঁর ভক্তের দাসত্বে নিযুক্ত আছেন তারও জীবন ধন্য। তিনি কৃষ্ণ দাসত্বের স্বীকৃতি না পেলেও তিনি দাসাভাস। এইরূপ দাসাভাসের প্রাপ্তিও কম নয়। ত্রিতাপ নাশ, মায়ার বন্ধন জনিত ক্লেশ নিবৃত্তি এবং এক আনন্দময় রাজ্যের আভাস তিনি পান। মায়া তাকে সম্পূর্ণরূপে কাবু করতে সক্ষম নয়। এটিও বৈষ্ণব দাসাভাসের পরম লাভ। এই লাভকেও খুব অল্প করে দেখা উচিত নয়।

একইভাবে যদি ভক্ত্যাভাস বিচার করা যায়, সন্দেহ নাই এতেও পরম লাভ। ভক্ত্যাভাস বলতে আমরা বুঝি শুদ্ধভক্তির মহিমা জ্ঞানে যিনি দুর্বল এবং আচরণ বিষয়েও পরিপক্কতা-হীন অথচ ভক্তিতে লেগে রয়েছেন, ভক্তি অঙ্গগুলি যাজন করছেন। যিনি হরিনাম জপ করেন, হরির অর্চন করেন, হরি কীর্তনও করেন কিন্তু সব বিষয়ে প্রীতির অভাব, ইষ্টের সুখচিন্তা নাই— ইনি 'ভক্ত্যাভাস'। সব কিছুই mechanical way তে করে যাচ্ছেন। সাধুসঙ্গে আদর নেই, ভক্তসেবা বোঝেন না, এইভাবে ভক্তিতে টিকে থেকে দিন অতিবাহিত করছেন— ইনি ভক্ত্যাভাসের অন্তর্গত। এইরূপ ভক্তের ভক্তিতে ত্রুটি থাকলেও ইনি বিরাট লাভ পাবেন। কারণ শাস্ত্রে উল্লেখ আছে বস্তুশক্তি বা দ্রব্যশক্তি নিজের প্রতাপ ছাড়েন না। আর ভক্তিতে প্রত্যব্যায় বলে কিছু নাই। গীতায় বর্ণন রয়েছে—

নেহাভিক্রমনাশোঽস্তি প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে।
স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ ॥
(গীতা—২।৪০)

অতএব ভক্ত্যাভাস হওয়াও একটি বিরাট জিনিষ। যদি তাই হয় এই বিষয়ে দুটি প্রশ্নও এসে যায়। এক আজকের প্রেক্ষাপটে আমরা যারা গৌড়ীয় মহাজনগণের অনুগত আমরা ভক্ত্যাভাসের মধ্যে পড়ছি কিনা এবং দুই যদি পড়ি তাহলে তাই নিয়ে আমরা সন্তুষ্ট থাকব কিনা? যদি প্রথম প্রশ্নের বিচার করা যায় তাহলে দেখা যায় আজ প্রায় প্রত্যেক ভক্তি সাধক ভক্ত্যঙ্গ যাজনে নিরুৎসাহী। অর্চন, জপ, কীর্তন সবকিছুই করে যাচ্ছেন কিন্তু ঐ সকল ক্রিয়ার মধ্যে কোন প্রাণ নেই। সর্বত্র আন্তরিকতার অভাব। কোন ক্ষেত্রে তত্ত্বজ্ঞানের অভাবে অথবা কোনও ক্ষেত্রে জেনে শুনে হচ্ছে। দিনের পর দিন কেটে যাচ্ছে ভজন শিথিলতায়। সেক্ষেত্রে মূল কারণ হল অপরাধ। সেটি নামাপরাধ হোক, বা সেবাপরাধ হোক বা বৈষ্ণবাপরাধ হোক। এই বিষয়ে শতকরা নব্বই-পঁচানব্বই ভাগ সাধক ঐ দলে পড়ে যাচ্ছেন। এমনকি অপরাধ বোধটাও ঐ সকল সাধক হারিয়ে ফেলছেন। সেক্ষেত্রে যারা তত্ত্বজ্ঞানের অভাবে করছেন তারা 'ভক্ত্যাভাস' এর মধ্যে পড়ছেন এবং বাকীরা ভক্ত্যাপরাধীর মধ্যে পড়ে যাচ্ছেন। ভক্ত্যাভাস ও ভক্ত্যাপরাধী এক নয়। বিশাল তফাৎ এদের মধ্যে এবং ফলপ্রাপ্তিতেও বিরাট অন্তর। এ বিষয়ে আজকের ভক্তসমাজে চেতনতার বিশেষ অভাব।

ভক্ত্যাভাসে পাপক্ষয় অথবা কোনও কোনও ক্ষেত্রে বিষ্ণু পাদপদ্মপ্রাপ্তি। তার প্রমাণ শ্রীল জীবগোস্বামীপাদ তাঁর ভক্তিসন্দর্ভ গ্রন্থের ১৫১-১৫২ অনুচ্ছেদে উল্লেখ করেছেন। সেই প্রসঙ্গে বৃহন্নারদীয় পুরাণের একটি শ্লোকে বর্ণন রয়েছে ভক্ত্যাভাসের দ্বারা পাপক্ষয়, সংসার ক্ষয় এবং বিষ্ণুপাদপদ্ম প্রাপ্তি। কিন্তু ভক্ত্যাপরাধীর অবস্থা শোচনীয়। এঁরা আলাদা category-র। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাঁর 'জৈবধর্ম' গ্রন্থের পঞ্চবিংশ অধ্যায়ে 'আভাস' শব্দের অর্থ এবং ভক্ত্যাভাস, নামাভাস ও বৈষ্ণবাভাস বিচার দেখিয়েছেন। সেই প্রসঙ্গে বৈষ্ণবাপরাধীর বিষয়ে পৃথক উল্লেখ করেছেন তিনি। (জৈবধর্ম—২৯৯-৩০০ পৃঃ) বৈষ্ণব অপরাধী 'ভক্ত' নন বা ভক্ত্যাভাসও নন। ভক্তিতে তার বহু অসুবিধা। ভক্তি জীবন তার বিপন্নপ্রায়। আমাদের বর্তমান দশাও তদ্রূপ।

ঐ সূত্র ধরে বোঝা যায় আমরা 'ভক্ত্যাভাস' বা 'নামাভাস'-এর মধ্যে পড়ছি না। এক কথায় আমরা ভক্ত্যাপরাধী বা নামাপরাধী। ভক্ত্যাপরাধীর ভক্তিতে উন্নতি নাই। প্রেম প্রাপ্তির সম্ভাবনা বহু দূরে। কোনও ক্ষেত্রে উক্ত সাধকের স্থিতিশীল অবস্থা, কোথাও বা চিত্তের কাঠিন্য বৃদ্ধি এবং কোথাও বা পতন। অর্থাৎ সেক্ষেত্রে দৈন্য, আর্তি, নির্বেদ—সব কিছুই স্তব্ধ। ভজনোন্নতির কথা সুদূর পরাহত। এই রোগ বড় কঠিন। ভক্তিতে অপরাধরূপ অনর্থ বড় ভয়ঙ্কর। এই অপরাধ চিত্তের সরলতা নষ্ট করে, কপটতা বা শঠতার বৃদ্ধি করায়। ফলে সাধক জীবনটা নষ্ট হয়ে যায়।

২য় প্রশ্নের আলোচনায় আমরা যদি অপরাধী না হই তাহলে নিশ্চিত আমরা ভক্ত্যাভাসী। তখন সেক্ষেত্রে একটু আশার আলো থাকলেও প্রশ্ন এই— চিরদিন কি আমাদের ঐ দশায় থাকতে হবে? শুদ্ধভজনে অনুরাগী হবার চেষ্টা করব না? আমরা কি গৃহী হয়ে স্ত্রী, পুত্র, পরিবার, ধন দৌলত নিয়ে মেতে থাকব অথবা মঠবাসী হয়ে, অনুকূল পরিবেশে থেকেও শুদ্ধভজন প্রচেষ্টা হতে দূরে থাকবো? সর্বদা মনের মধ্যে গেল গেল রইল রইল ভাব। সেটা কি এই দুর্লভ দেহ পেয়ে, সৎ সম্প্রদায়ে এসে আমাদের উচিত হবে? এটা নিতান্ত দুর্ভাগার পরিচয় দেওয়া হয়ে যায়। ভক্তির চরম ফল প্রেম বা নিত্য সেবা লাভ, সে থেকে বঞ্চিত হয়ে মুক্তি বা ভুক্তি লাভে সন্তুষ্ট থাকতে হয়। এরূপ হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। আমরা ভক্ত্যাভাসের স্তরেও আটকে থাকব না, আবার ভক্ত্যাপরাধী হয়ে নিজেদের সর্বনাশ ডেকে আনব না। শুদ্ধ-ভক্তি লাভের দিকে আমাদের প্রাণপণে এগিয়ে যাওয়া উচিত।

আমরা শ্রীল রূপগোস্বামীপাদের ''কার্পণ্যপঞ্জিকা''র অনুবাদ স্বরূপ শ্রীল ভক্তিবিনোদ গীতিতে পাই—

তথাপি এ দীনজনে যদি নাম-উচ্চারণে,
নামাভাস করিল জীবনে।
সর্ব্বদোষ নিবারণ, দুঁহু নাম সংজল্পন,
প্রসাদে প্রসীদ দুই জনে ॥
ভক্তি-লবমাত্রে ক্ষয়, সর্ব্ব অপরাধ হয়,
ক্ষমাশীল দুঁহের কৃপায় ॥

উক্ত পদগুলির মাধ্যমে স্পষ্ট জানা যায় আভাস ও অপরাধ পৃথক বস্তু এবং এই দুই থেকে সাধকের নিবৃত্তি দরকার। নতুবা শুদ্ধভজন বা শুদ্ধভক্তির সাধনে প্রবেশ সম্ভব হয় না। ভক্ত্যাভাস বা ভক্ত্যাপরাধী উভয়েরই শুদ্ধ

কৃষ্ণদাসত্বে স্থিতি দরকার। নতুবা ভক্তিপথে আটকে যেতে হয়। সেক্ষেত্রে স্বক্রন্দন দৈনাত্মক প্রার্থনার কথা এই কার্পণ্য-পঞ্জিকায় দেওয়া রয়েছে। আর্তি, দৈন্য ও ক্রন্দনময় ঐ রূপ প্রার্থনা করাটাও যদি সাধকের পক্ষে সম্ভব না হয় তাহলে শুদ্ধভক্তিলাভ সুদূর পরাহত। সেক্ষেত্রে মনে হয় রাজার বাড়ীতে এসেও আমরা ভিখারীই থেকে গেলাম।

গোদ্রুম মঠে শ্রীল গোস্বামীপাদ

শ্রীরঘুনন্দন দাস ব্রহ্মচারী, কলকাতা

গৌড়ীয় মিশনের বর্তমান আচার্য্য সভাপতি এবং ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি সুহৃদ পরিব্রাজক গোস্বামী মহারাজের (শ্রীলগোস্বামীপাদ) নেতৃত্বে শ্রীগোদ্রুম ধামস্থ শ্রীমদ্ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গৌড়ীয় মঠে নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔডুলোমী গুরুমহারাজের ৩৫ তম বার্ষিক তিরোভাব তিথি উপলক্ষে গত ০৯/০১/২০১৭ ইং তারিখে মহামহোৎসবের পালিত হয়। এইদিন একইসাথে পুত্রদা একাদশী ব্রতোপবাসও পালন করা হয়। নিত্যদিনের নিয়মানুযায়ী প্রভাতি বা ঊষা কীর্তন এবং শ্রীশ্রীগুরুবর্গের আরতি এবং শ্রী শ্রীগোদ্রুমবিহারী রাধাগোবিন্দ জীউ এর মঙ্গল আরতি কীর্তন অন্তে শ্রীধাম পরিক্রমা কীর্তন করা হয়। অতঃপর শ্রীল গোস্বামীপাদের ভজন কুটিরে সকাল ৭.০০ টা-৮.০০ টা পর্যন্ত নিত্যদিনের মত ভজন ও নৃত্যকীর্তন অনুষ্ঠিত হয়। একাদশী তিথি উপলক্ষে নিয়মানুযায়ী শ্রীহরিসংকীর্তন সহযোগে শ্রীগোদ্রুম ধাম পরিক্রমা করা হয়। শ্রীভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গৌড়ীয় মঠ থেকে হরি সংকীর্তন সহযোগে প্রথমে শ্রী গঙ্গা-যমুনা-সরস্বতী সঙ্গম দর্শন, স্নান ও আরতি কীর্তন করা হয়, এবং নিম্নোক্ত পদগুলো কীর্তন করা হয়।

শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত জয় সরস্বতী মঠ
গোদ্রুমবিহারী জয় সংকীর্তন নট ॥
গঙ্গা, সরস্বতী জয় সঙ্গম মজ্জন
হরিহরক্ষেত্র জয় শ্রীহংসবাহন ॥

অতঃপর শ্রীসুরভীকুঞ্জে উপস্থিত হয়ে প্রণাম করা হয়। সেখান থেকে শ্রীধাম মায়াপুরকে প্রণাম করা হয় এবং মায়াপুরকে বামে রেখে শ্রী স্বানন্দ সুখদ কুঞ্জে প্রবেশ করা হয়। শ্রীলভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ভজন কুটির শ্রীস্বানন্দ সুখদ কুঞ্জে উপস্থিত হয়ে প্রথমে তাঁর সমাধি মন্দিরে আরতি কীর্তন করা হয় এবং এখানে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সেবিত শ্রীশ্রীগৌরগদাধর বিগ্রহ এবং শ্রীলগৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজের সমাধি মন্দিরে প্রণাম, আরতি ও কীর্তন করা হয় এবং শেষে সম্পূর্ণ মন্দির পরিক্রমান্তে বেলা ১১টায় শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গৌড়ীয় মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করা হয়। শ্রীধাম পরিক্রমার সময় শ্রীলগুরুমহারাজের রচিত শ্রীনবদ্বীপধামে পরিক্রমা কীর্তনের কয়েকটি পদ যথাঃ—

বিগ্রহদর্শনে ভাবাবিষ্ট শ্রীল গোস্বামীপাদ

শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত জয় সরস্বতি মঠ
গোদ্রুমবিহারী জয় সংকীর্তন নট ॥
গঙ্গা, সরস্বতী জয় সঙ্গম মজ্জন
হরিহরক্ষেত্র জয় শ্রীহংসবাহন ॥
জয় শ্রীগোদ্রুম ধাম কীর্তনপ্রমোদ
স্বানন্দসুখদকুঞ্জ শ্রীভক্তিবিনোদ ॥
গৌরগদাধর জয় বিনোদের প্রাণ
সরস্বতী ঠাকুর জয় করুনানিদান ॥
জয়বিনোদ প্রাণ জয় প্রভুপাদ প্রাণ
গৌরকিশোর বাবার বৈরাগ্য প্রধান ॥

এই পরিক্রমায় শ্রীলগোস্বামীপাদের আনুগত্যে এবং সাক্ষাৎ উপস্থিতিতে (গুরুদেব) এবং মঠরক্ষক শ্রীপাদ

ভক্তিআশয় আশ্রম মহারাজের স্বয়ং উপস্থিতিতে পরিক্রমা পরিচালিত হয়। শ্রীলগুরুদেবের সেবকবৃন্দ, শ্রীগোদ্রুম মঠের সেবকবৃন্দ এবং ধামবাসী ভক্তগণ এই পরিক্রমায় অংশগ্রহণ করেন। বেলা ১১.১৫ থেকে শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔডুলোমী গুরুমহারাজের সমাধি মন্দিরের সম্মুখে নাট্যমন্দিরে শ্রীগুরুমহিমা পাঠকীর্তনের আয়োজন করা হয়। বাদ্যযন্ত্র সহযোগে সংকীর্তনের পর মঠরক্ষক শ্রীপাদ ভক্তি আশয় আশ্রম মহারাজ শ্রীলগুরুমহারাজের মহিমা গদগদভাবে বলতে বলতে বিরহে মূহ্যমান হয়ে গিয়েছিলেন। তারপর কালনা থেকে আগত শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজ এবং অন্যান্য ভক্তগণ নাতিদীর্ঘ বক্তব্য রাখেন। অবশেষে শ্রীলগোস্বামীপাদ অশ্রুসিক্ত নয়নে আপ্লুত হয়ে সুদৃঢ়চিত্তে গুরুমহিমা কীর্তন করেন।

প্রথমে তিনি শ্রীলগুরুমহারাজের অবদানের কথা বলেন এবং শ্রীকৃষ্ণের দয়ালুস্ব ভাবের কথা বলতে গিয়ে,

''আরাধ্যো ভগবান ব্রজেশতনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং।
রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা ॥''

(শ্রীল শ্রীনাথ চক্রবর্ত্তী)

এই শ্লোকের ব্যাখ্যা করেন। কিন্তু এইসব হরিকথা যার তার মুখে শ্রবণ করলে হবে না। তিনি বলেন যে একমাত্র ভগবানের কৃপা প্রাপ্ত ভক্তের মুখে শ্রবণ করলেই এগুলো ফলপ্রসূ হবে। আর এই জন্যই শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু কৃপা করে গ্রন্থ ভাগবত এবং ভক্ত ভাগবত জগতে প্রকাশিত রেখে গেছেন এবং শ্রীলগুরুমহারাজ এরকমই একজন ভক্তভাগবত ছিলেন। তিনি আরও বলেছেন যে, আমরা যে হরিকথাগুলো শ্রবণ করি সেগুলোকে হৃদয়ে কতটা অনুভব করতে পারি এটাই মূল কথা। **অর্থাৎ ব্রজগোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের প্রেমলাভের জন্য যে রম্য (সুন্দর) উপাসনা করেছিলেন তা এই গোদ্রুম ধামে সংকীর্তনের মাধ্যমেই লাভ করা যায়। তাই গুরুমহারাজ অশেষ কৃপা করে এবং গোদ্রুম করে এই গোদ্রুমে স্থান দিয়েছেন।** শ্রীলগোস্বামী-পাদের কীর্তন মালিকা ২য় খন্ডে ''ত্রিভুবনে নাই এমন রম্যস্থান'' এই কীর্তনটিতে এই শ্লোকের সম্পূর্ণ তাৎপর্য নিহিত আছে।

অতঃপর শ্রীলগুরুমহারাজের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলী ও পুষ্পঞ্জলী অর্পন করা হয়। বেলা ১টা নাগাদ শ্রীলগুরু-মহারাজের মধ্যাহ্নকালীন ভোগ আরতি কীর্তন শুরু হয়। তারপর শ্রীল ভক্তিশ্রীরূপ ভাগবত গোস্বামী মহারাজের সমাধি এবং শ্রীল প্রভুপাদের মন্দিরে ভোগ আরতির পর মূল বিগ্রহ শ্রীশ্রীগোদ্রুম বিহারী রাধাগোবিন্দ জিউ মন্দিরে মধ্যাহ্ন ভোগারতির পর সকল ভক্তকে অনুকল্প প্রসাদ বিতরন করা হয়। আবার বিকাল ৩টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত হরিমহিমা ও গুরু মহিমা পাঠ কীর্তন এবং সন্ধ্যা আরতি কীর্তন অনুষ্ঠিত হয়। গুরুমহারাজের উৎসবের প্রসাদ বিতণের ব্যবস্থা পরের দিন দুপুরে করা হয়। পরের দিন ১০/০১/২০১৭ পুনরায় ঊষা কীর্তন, মঙ্গল আরতি কীর্তন এবং শ্রীলভক্তিসুহৃদ পরিব্রাজক গোস্বামী মহারাজের (গুরুদেবের) ভজন কুটিরে আরতি ও বৈঠকী কীর্তনের পর সকাল ৯টায় উপবাসের পারণের জন্য মহাপ্রসাদ বিতরন করা হয় এবং মধ্যাহ্ন ভোগ আরতির পর সমস্ত ভক্তবৃন্দ এবং ধামবাসীদেরকে শ্রীলগুরুমহারাজের বিরহ তিথি উৎসবের মহাপ্রসাদ বিতরন করা হয়, এদিন প্রায় ২৫০ জন ভক্ত উপস্থিত ছিলেন।

মহারাজ হরিশচন্দ্র

(পৌরানিক কাহিনী অবলম্বনে) শ্রীমদ্ভাগবত বর্ণিত)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

যে যা চাইবেন তাঁকে তিনি তাই দেবেন; বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ তীর্থস্থানে উপস্থিত হয়ে প্রার্থী হয়েছেন। হরিশ্চন্দ্র 'সূর্যবংশীয় নৃপতিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ', 'তাঁর তুলনায় দাতা কেউই নেই' ব্রাহ্মণবেশী বিশ্বামিত্র এইরকম প্রশংসা করে তাঁর কাছে পুত্রের বিয়ের জন্য ধন চাইলেন, রাজা তা দিতে স্বীকৃত হলেন। কিন্তু পরক্ষণেই ব্রাহ্মণবেশধারী বিশ্বামিত্র গান্ধর্ব্বী মায়া বিস্তার করে একটি পরম সুন্দর সুকুমার, আর একটি পরমা সুন্দরী দশমবর্ষীয়া সুকুমারীকে দেখে তাদের বিয়ের জন্য ধন চাইলেন এবং আরও বললেন বিয়ের আনুকূল্য করলে রাজসূয় যজ্ঞের চেয়েও বেশী ফল লাভ হয়। মহারাজ অসংকোচে সঙ্গে সঙ্গে ঐ প্রস্তাবে রাজী হলেন। ব্রাহ্মণবেশী বিশ্বামিত্র হরিশ্চন্দ্রকে রাজধানী পৌঁছাবার পথ দেখিয়ে দিয়ে নিজস্থানে ফিরে গেলেন।

অনন্তর রাজা হরিশ্চন্দ্র যে সময়ে অগ্নিহোত্রশালায়

বেদীমধ্যে বিশ্রাম করছিলেন, সেইসময় বিশ্বামিত্র সেখানে উপস্থিত হয়ে উদ্ধার কার্য্যের জন্য রাজাকে তার প্রতিশ্রুত ধন দান করতে নিবেদন করলেন। রাজা তখন বললেন—'হে ব্রহ্মণ! আপনার অভিপ্রায় কি তা বলুন? আপনার বাঞ্ছিত বিষয় দানের অযোগ্য হলেও আমি নিঃসন্দেহে তা দান করব।' ব্রাহ্মণবেশী বিশ্বামিত্র রাজার এই কথা শুনে হাতী, ঘোড়া, রথ-রত্ন ইত্যাদি মিলিয়ে সমগ্র রাজ্য দান হিসাবে চাইলেন। হরিশ্চন্দ্র মুনির কথায় মোহিত হয়ে কিছুমাত্র বিচার না করে ব্রাহ্মণকে গোটা রাজ্যই দান করলেন। বিশ্বামিত্র রাজার কাছে পুণরায় দানের অনুরূপ দক্ষিণা প্রার্থনা করলেন, কারণ মনু বলেছেন দক্ষিণারহিত দান নিষ্ফল। রাজা কত পরিমিত দক্ষিণা দিতে হবে জানতে চাইলেন বিশ্বামিত্র সার্দ্ধভারদ্বয় পরিমিত (২২৫ সের) স্বর্ণ দক্ষিণাস্বরূপ দান করতে বললেন। রাজা ব্রাহ্মণের প্রস্তাবে রাজী হওয়ার দেওয়ার পর চিন্তান্বিত হলেন। রাজা তখন বুঝতে পারলেন, এই কপটবেশী ব্রাহ্মণ তাঁকে বঞ্চনা করতে এসেছেন। তিনি হাতী, ঘোড়া সমস্ত রত্নাদি সমন্বিত স্বর্ণ রাজ্য দান করেছেন, এখন তাঁর কাছে কিছুই নেই। তিনি সার্দ্ধভারদ্বয় পরিমিত সুবর্ণ কি করে দক্ষিণাস্বরূপ দান করবেন? তিনি এই তপস্বী ব্রাহ্মণের দ্বারা প্রতারিত হয়েছেন বুঝতে পেরে অনুতাপ করতে লাগলেন। সৈনিকগণ, সেনাপতিগণ, রাজমহিষী শৈব্যা সকলেই মহারাজকে শোকাকুল দেখে চিন্তিত হলেন। আবার বিশ্বামিত্র এসে রাজাকে তাঁর প্রতিশ্রুত দক্ষিণা দানের জন্য স্মরণ করালেন, রাজা বললেন, তাঁর কাছে এখন কোন ধন নেই, তবে যখন ধনাগম হবে, তখন তিনি তা দিতে পারবেন। তিনি অগ্নিহোত্রশালায় পবিত্র বেদীতে থেকে নিজের শরীর ও নিজের স্ত্রী-পুত্রের এই তিন দেহ ছাড়া ব্যতীত সবই দান করেছেন। এই তিন দেহ ছাড়া তাঁর কাছে আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। রাজা হরিশ্চন্দ্র রাজসম্পদ্ ত্যাগ করে বনে গেলে সহধর্ম্মিণী শৈব্যা ও পুত্র রোহিত অনুসরণ করলেন। রাজা স্ত্রী, পুত্রসহ বনে গমন করছেন দেখে অযোধ্যাবাসী প্রজাগণ 'হাহাকার' করে উঠলেন। তাঁরা ধূর্ত্ত বিশ্বামিত্রের নিন্দা করতে লাগলেন। নিষ্ঠুর বিশ্বামিত্র বনগমনশীল রাজার সঙ্গে পথমধ্যে দেখা করে বললেন—'আপনার প্রতিশ্রুত স্বর্ণ দান করুন, বা স্পষ্টভাবে বলুন তা দিতে পারবেন না। আপনার রাজ্যের প্রতি যদি লোভ থাকে, সে রাজ্য ফিরিয়ে নিন।' রাজা হরিশ্চন্দ্র কাতরভাবে প্রণাম করে করযোরে বললেন—'হে মুনিবর! আপনি বিষণ্ণ হবেন না। আপনার প্রতিশ্রুত স্বর্ণ না দিয়ে আমি অন্ন-জল কিছুই গ্রহণ করব না। আপনার ঋণ অবশ্যই পরিশোধ করব। কেবল ধন সংগ্রহ পর্য্যন্ত কিছু সময়ের জন্য অপেক্ষা করুন।' বিশ্বামিত্র বললেন—'আপনি ত' সবই দান করেছেন। আপনার ত' কিছুই নেই। আপনি কি করে দক্ষিণা দেবেন? সুতরাং আপনি সোজাসুজি বলুন, আপনি এখন কিছুই দিতে পারবেন না। আমিও সমস্ত আশা পরিত্যাগ করে যথেচ্ছভাবে চলে যাব। ' রাজা তখন চিন্তা করলেন, তাঁর ভার্য্যা, পুত্র ও নিজের অরোগ শরীর আছে, এই তিন শরীর বিক্রয় করে তিনি বিপ্রের ঋণ পরিশোধ করবেন—মনে মনে এইরূপ সঙ্কল্প করে তিনি বিশ্বামিত্রকে বললেন—'হে মুনে! আপনি বারাণসীতে কোন গ্রাহকের অনুসন্ধান করে আমাকে স্ত্রী-পুত্রের সহিত বিক্রয় করে আপনার সার্দ্ধভারদ্বয় সুবর্ণ গ্রহণ করুন। আমরা সেই বিক্রেতার কাছে ক্রীতদাসরূপে থাকব। তথাপি আপনি আমাদের প্রতি প্রসন্ন হন।

অনন্তর রাজা হরিশ্চন্দ্র কাশীধামে প্রবেশ করে তার অপূর্ব সৌন্দর্য্য দর্শনে মোহিত হয়ে চিন্তা করলেন—'কাশীধাম শূলপাণি মহাদেবের অধিকৃত, এটা মনুষ্যের অধিকৃত রাজ্য নয়, সুতরাং কাশী তাঁর প্রদত্ত রাজ্যের বাইরে হওয়ায় এখানে তাঁর বাস করতে কোনও অসুবিধা হবে না। '—এইরকম বিশ্বাসে যখন রাজা হরিশ্চন্দ্র বারাণসীতে অবস্থান করছিলেন, মুনিবর বিশ্বামিত্র সেখানে এসে তাঁর কাছে দক্ষিণা চাইলেন। মহারাজ নিজপ্রাণ, স্ত্রী এবং পুত্র ছাড়া তাঁর প্রদেয় আর কিছু নেই এইরকম জানালে বিশ্বামিত্র দক্ষিণা দানার্থ অঙ্গীকৃত একমাস সময় অতিক্রান্ত হতে চলেছে, বললেন। এক মাস পূর্ণ হওয়ার তখনও আধবেলা বাকি ছিল। এজন্য মহারাজ বিপ্রবরকে সেই সময় পর্য্যন্ত প্রতীক্ষা করতে কাতরভাবে অনুরোধ করলেন। বিশ্বামিত্র পুনরায় আসবেন এবং দক্ষিণা না পেলে অভিশাপ দেবেন, ক্রোধভরে এই হুমকি দিয়ে চলে গেলেন। রাজা হরিশ্চন্দ্র গভীর চিন্তার মধ্যে ক্ষত্রিয়ের পক্ষে প্রতিগ্রহ দোষাবহ, ক্ষত্রিয় হয়ে তিনি কিরূপে অন্যের কাছে অর্থ ভিক্ষা চাইবেন। আর যদি দক্ষিণা না দিয়ে তাঁর মৃত্যু হয়, তা হলে ব্রহ্মস্বহরণজনিত তাঁর প্রেতত্বলাভ হবে। সুতরাং নিজেকে বিক্রয় করাই সমীচীন। রাজাকে চিন্তাযুক্ত দেখে পত্নী শৈব্যা অনেকপ্রকার

সান্তনা দিয়ে স্বামীকে সমস্ত চিন্তা মুক্ত হয়ে ধর্মরক্ষার জন্য কর্ত্তব্যকর্মে দ্বিধা করতে নিষেধ করলেন। সত্যই প্রকৃত ধর্ম। ভূপতি মহারাজ যযাতি শত অশ্বমেধ যজ্ঞ, রাজসূয় যজ্ঞ অনুষ্ঠান করে স্বর্গে গিয়েও একটি অসত্য বাক্যের জন্য স্বর্গভ্রষ্ট হয়েছিলেন। রাজা হরিশ্চন্দ্র স্ত্রীর এই কথা শুনে বললেন—'আমি সত্য রক্ষা করব কি করে? আমার স্ত্রী, পুত্র ছাড়া নিজস্ব কিছুই নেই। পুত্র আমার বংশের একমাত্র প্রদীপ। তাকে কি করে বিক্রয় করব এবং পত্নীও অবিক্রেয় বস্তু।' রাজমহিষী শৈব্যা সত্যরক্ষার জন্য তাঁকে যথোচিত মূল্যে বিক্রয়ের আবেদন জানালে মহীপতি হরিশ্চন্দ্র তা শোনার সঙ্গে সঙ্গে মুর্চ্ছিত হয়ে পড়লেন। জ্ঞান ফিরে আসলে আবার পত্নীর ঐ কথা স্মরণ করে মাটিতে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লেন। পত্নী শৈব্যা স্বামীর অবস্থা দেখে ব্যাকুলভাবে কাঁদতে লাগলেন। 'চিরদিন সৌধোপরি সুকোমল শয্যায় যিনি শয়ন করেছেন, তিনি কি না আজ কঠিন ভূমিশয্যা গ্রহণ করছেন। হায়! যিনি শত শত ব্রাহ্মণদের কোটি কোটি মুদ্রা দান করেছেন, সেই সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর আজ কি না ভূমি শয্যায় শায়িত, এই রকম বিলাপ করতে করতে শৈব্যাও মুর্চ্ছিত হয়ে ভূতলে মূর্চ্ছা গেলেন। বালক নৃপকুমার রোহিত মা বাবার এরকম অবস্থা দেখে তাঁদের চরণপ্রান্তে পতিত হয়ে ক্ষুধাতুর হয়ে কাঁদতে কাঁদতে হৃদয়বিদারক করুণস্বরে বলতে লাগলেন—'হে পিতঃ। হে মাতঃ! আমি ক্ষুধার্ত, আমার জিহ্বা শুষ্ক হয়েছে, আমাকে খাবার দাও।' ইত্যবসরে মহাতপা বিশ্বামিত্র দক্ষিণা নেবার জন্য অন্তকের ন্যায় তথায় এসে উপস্থিত হলেন। বহুক্ষণ পর জঙ্গলে মূর্চ্ছা ভাঙলে রাজা হরিশ্চন্দ্র চেতনাপ্রাপ্ত হয়ে বিশ্বামিত্রকে সেখানে দেখা মাত্র ফের মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লেন। বিশ্বামিত্র রাজার মুখে ও চোখে জল দিলে রাজার জ্ঞান ফিরে আসল। বিশ্বামিত্র ক্রুদ্ধ হয়ে রাজাকে বললেন—'সহস্র অশ্বমেধ যজ্ঞাপেক্ষা সত্যরক্ষা শ্রেষ্ঠ ধর্ম। সূর্য্যদেব অস্তমিত হওয়ার পূর্বে যদি দক্ষিণা না পাই, আমি নিশ্চয়ই আপনাকে অভিসম্পাত করব।' বিশ্বামিত্র এরকম বলে চলে গেলেন তাঁর নিষ্ঠুর বাক্য বাণে বিদ্ধ হয়ে রাজা অত্যন্ত ভীত হয়ে চিন্তায় কাতর হলেন। এমন সময়ে সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। তাঁদেরকে দেখে রাজমহিষীর মনে আশার সঞ্চার হল। 'ব্রাহ্মণগণ বর্ণত্রয়ের গুরু ও পিতৃসদৃশ। তাঁদের নিকট ধন প্রার্থনায় কোন দোষ নাই'—এইরূপ যুক্তির দ্বারা রাজমহিষী মহারাজকে তাঁদের নিকট ধন প্রার্থনার জন্য পরামর্শ দিলেন। মহারাজ পত্নীর উক্তপ্রকার অনুচিত বাক্য শুনিয়া বললেন—'ব্রাহ্মণগণ ক্ষত্রিয়ের গুরু। তাঁদের নিকট ধন প্রার্থনা করা উচিত নয়। ক্ষত্রিয়দিগের ধর্ম—দান, শরণাগতকে অভয় প্রদান ও প্রজাপালন। ক্ষত্রিয় কখনও কারও কাছে 'দেহি' 'দেহি' এরকম বাক্য বলবেন না।' পতির বাক্য শিরোধার্য্য করে পত্নী বললেন—'ক্ষত্রিয়ের ধর্ম যদি দানই হয়, তা হলে স্ত্রী এক প্রকার পতির সম্পত্তি। সেই সম্পত্তিকে বিক্রয় করে তার মূল্যের দ্বারা দ্বিজবর বিশ্বামিত্রকে আপনি দক্ষিণা দিতে পারেন।' সত্যরক্ষার জন্য রাজমহিষীর পুনঃ পুনঃ সানুনয় প্রার্থনায় রাজা হরিশ্চন্দ্র অত্যন্ত দুঃখভারাক্রান্ত ব্যাকুল অন্তরে নিজেকে ধিক্কার দিতে দিতে পরিশেষে স্ত্রীকে বিক্রয় করবার মর্মভেদী সঙ্কল্প গ্রহণ করলেন। রাজা নগরাভ্যন্তরে প্রবেশ করে রাজপথে দাঁড়িয়ে নগরবাসিগণকে সম্বোধন পূর্বক তাঁর স্ত্রীকে দেখে কাতরহৃদয়ে চিৎকার করে বলতে লাগলেন—'আপনারা শুনুন! আপনাদের কাহারও যদি দাসীর প্রয়োজন হয়, তা হলে তাকে নিতে পারেন। আমি ঋণগ্রস্ত। আমার ঋণের টাকা দিয়া আপনারা ইঁহাকে শীঘ্র গ্রহণ করুন। ইনি আমার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়া স্ত্রী।' উক্তপ্রকার অদ্ভুত কথা শুনে কতিপয় পণ্ডিত বললেন—'কে আপনি? পত্নীকে বিক্রয় করতে এসেছেন?' রাজা বললেন—'আমি একজন অমানুষ, নৃশংস, নিষ্ঠুর রাক্ষস! তজ্জন্য এই পাপকার্য্য উদ্যত হয়েছি।' উপস্থিত সকল ব্রাহ্মণই মহাসুপুরুষ তেজীয়ান্ ব্যক্তিকে এরকম কথা বলতে শুনে অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হয়ে কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ়ের ন্যায় চিন্তা করতে লাগলেন। এমন সময় বিশ্বামিত্র বৃদ্ধ ব্রাহ্মণবেশে মহারাজ হরিশ্চন্দ্রের কাছে এসে উপস্থিত হলেন। তিনি বললেন—'এই দাসীটি আমাকে দাও। আমি যথোচিত মূল্য দিয়ে ক্রয় করব। আমার অনেক ধন আছে। আমার পত্নী সুকমারী বলে গৃহকার্য্য করতে সমর্থ নয়। তজ্জন্য আমার কাছেই উনাকে বিক্রয় কর। কি মূল্য দিতে হবে বল? ধর্মশাস্ত্রে স্ত্রী-পুরুষের যে মূল্য নির্দ্ধারণ করা হয়েছে, তাতে বত্রিশ প্রকার সুলক্ষণান্বিতা, সচ্চরিত্রা, সর্ব-গুণালঙ্কৃতা রমণীর মূল্য কোটি স্বর্ণমুদ্রা এবং এরকম পুরুষের মূল্য দশ কোটী সুবর্ণমুদ্রা।' রাজা হরিশ্চন্দ্র ব্রাহ্মণের বাক্য শুনে কোনও প্রত্যুত্তর দিতে পারলেন না। ব্রাহ্মণ একটি বল্কলের উপরে কোটী স্বর্ণমুদ্রা রেখে হরিশ্চন্দ্রের পত্নীকে ক্রয় করে দাসীবিচারে তাঁর কেশাকর্ষণ করলেন। রাজমহিষী

পুত্রকে দেখবার জন্য ব্যাকুল হয়ে তার দিকে তাকিয়ে বললেন—হে রাজপুত্র! আমি এখন দাসী, আমাকে স্পর্শ করিও না, আমি তোমার স্পর্শযোগ্য জননী নয়।' জননীকে ব্রাহ্মণ টানিয়া নিয়ে যাচ্ছিলেন দেখে বালক রোহিত 'মা' 'মা' বলে কেঁদে কেঁদে তাঁর পিছনে দৌড়াতে লাগল। দৌড়াবার সময় বার বার পদস্খলন হয়ে পড়ে যাচ্ছে, আবার উঠছে—এই-ভাবে মায়ের নিকট যেয়ে তাঁর বস্ত্রাঞ্চল ধরল। ব্রাহ্মণ ক্রুদ্ধ হয়ে বালককে দণ্ডাঘাত করলেন। বালক কাঁদতে লাগল, কিন্তু মায়ের আঁচল ছাড়ল না। রাজমহিষী তখন নিরুপায় হয়ে বালকদ্রটিকেও ক্রয় করবার জন্য ব্রাহ্মণকে অনুরোধ করলেন। ধর্মশাস্ত্রানুসারে দ্বাত্রিংশৎ লক্ষণযুক্ত পুরুষের মূল্য অর্ব্বুদ স্বর্ণমুদ্রা। বিপ্রবর অর্ব্বুদ স্বর্ণমুদ্রা বস্ত্রের উপর রেখে পুত্রটিকেও ক্রয় করলেন এবং সানন্দে দুইজনকে বেঁধে টেনে নিয়ে যেতে লাগলেন। *(ক্রমশঃ)*

আনন্দ সংবাদ

শুদ্ধ ভক্তি আচরন এবং প্রচারনের এক অদ্বিতীয় প্রতিষ্ঠান গৌড়ীয় মিশনের প্রধান কার্যালয় কলিকাতা বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয় মঠে গৌড়ীয় মিশন পরাবিদ্যাপীঠ গবেষণা কেন্দ্রে প্রতি বছরের ন্যায় এই বৎসরেও মৃদঙ্গ বাদন এবং প্রাথমিক সংস্কৃত ভাষা শিক্ষার ওপর দীর্ঘ ছয় মাস ব্যাপী অনুশীলন হওয়ায় পর পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। সংস্কৃত পরীক্ষা এবং মৃদঙ্গ পরীক্ষা যথাক্রমে ১৮/১২/ ২০১৬ এবং ৩১/১২/২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়।

এই পরীক্ষায় মৃদঙ্গ বাদনে শ্রীহরেকৃষ্ণ হালদার অধ্যাপক রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয় সুর শিক্ষা বিভাগ এবং প্রাথমিক সংস্কৃত ভাষা শিক্ষার পরীক্ষক শ্রীঈশ্বর আখুলি সহকারি অধ্যাপক হাওড়া শ্রীচৈতন্য কলেজ এবং শ্রীমান সুব্রত মন্ডল (সহকারী অধ্যাপক রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয় পরীক্ষক নিযুক্ত হন।

গৌড়ীয় মিশন পরাবিদ্যাপীঠ গবেষণা কেন্দ্রের উন্নতি কল্পে এঁদের অক্লান্ত পরিশ্রম এবং ঐকান্তিক নিঃষ্কপট সেবা মিশন কর্তৃপক্ষকে কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ করে।

প্রতি বছরের ন্যায় এবৎসরও ৬ মাস ব্যাপী সংস্কৃত এবং মৃদঙ্গ শিক্ষা ক্রম চালু হতে চলেছে। ইচ্ছুক প্রার্থীগণকে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

মোঃ- 9433812323 / 9088373464.

Basic Leval National Workshop on Manuscriptology & Palaeography

(পূর্ব প্রকাশিতের পর) **সংগ্রাহক—শ্রীধরনীধর দাস ব্রহ্মচারী, কলকাতা**

নিম্নলিখিত স্বনামধন্য এবং স্ব-স্ব ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিবর্গ (স্থানীয় এবং বহিরাগত) এই কর্মশালায় ভাষণ প্রদান করে ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দকে অনুপ্রাণিত করেন।

Name & Designation & Address:–(1) Prof. Prafulla Kumar Mishra, Vice Chancellor, North Orissa University, Sriram Chandra Vihar Baripada-757003, Odisha, India. (2) Dr. (Mrs.) Mallika Mitra, Chief Conservator Coordinator (Incharge), Indian National Trust for Art and Cultural Heritage (Intach), Bhubaneswar. (3) Dr. Sweta Prajapati, Director (I/C), Oriental Institute, Baroda, Gujrat (4) Prof. Arjundeb Sen Sharma, Assistant Professor, Dept. of Comparative, Literature, Assam University, Silchar. (5) Prof. Paritosh Das, Asst. Professor, Faculty of language, Karnataka Sanskrit University, Chamarajpet, Bangalore. (6) Prof. Kanan Beharei Goswami, Former Professor, Dept. of Bengali, Rabindra Bharati University, Kolkata. (7) Prof. Samiran Chandra Chakrabarti, Former Professor and Director, School of Vedic Studies, Rabindra Bharati University, Kolkata-700050, (8) Prof. Piyali Palit, Former Professor, Dept. of Philosophy, Jadavpur University, Kolkata. (9) Dr. Soma

"Basic Level National Workshop" **সভায় শ্রীল গোস্বামীপাদ এবং বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দ**

Basu, Associate Professor, School of Vedic Studies, Rabindra Bharati University, Kolkata-700050. (10) Prof. Nabanarayan Bandyopadhyay, Professor & former Director, School of Vedic Studies, Rabindra Bharati University, Kolkata. (11) Dr. Shrabasti Roy, Head, Dept. of Bengali (UG & PG), Egra Sarada Sashibhusan Collee, Egra. Dist. Midnapore (East), West Bengal, (12) Dr. Shashibhushan Mishra, Assistant Professor, Sri Sitaram Vaidik Adarsha Sanskrita Mahavidyalay, Kolkata-700035, (13) Dr. Bhaskarnath Bhattacharyya, Associate Professor & Director, School of Vedic Studies, Rabindra Bharati University, Kolkata-700050. (14) Dr. Bibekananda Banerjee, Cataloguer, The Asiatic Society, 1, Park Street, Kolkata-700016, India. (15) Dr. Jagatpati Sarkar, Cataloguer, The Asiatic Society, 1, Park Street, Kolkata-700016, India. (16) Dr. Kakali Ghosh, Assistant Professor, Dept. of Sanskrit, Jadavpur University, Kolkata. (17) Dr. Somnath Sarkar, Assistant Professor, Kanchrapara College, Hooghly. (18) Professor Ratna Basu, Former Professor & Head, Dept. of Sanskrit, Calcutta University, Kolkata. 183, Jodhpur Park, Backside Building, 1st Floor, Kolkata-700068, (19) Prof. Tarak Nath Adhikari, Professor & former Head, Dept. of Sanskrit, Rabindra Bharati University, Kolkata-700050. (20) Dr. Sampa Sarkar, Assistant Professor, Bengali Srirampur Girls College, Hooghly. (21) Professor Subuddhicharan Goswami, Former Professor of Sanskrit & former Dean. Faculty of Arts, Rabindra Bharati University. (22) Prof. Dilip Kumar Mohanta, Vice Chancellor, The Sanskrit College & University, Kolkata.

এই কর্মশালায় যোগদানকারী জ্ঞানলাভেচ্ছু ছাত্র-ছাত্রীগণের নাম নিম্নে প্রদত্ত হল।

Name of Candidates (1) Tusi Manna (2) Subhasir Paul (3) Swatilekha Samanta (4) Riya Chatterjee (5) Naba Kumar Das (6) Dyuti Sarkar Bhattacharya (7) Purnima Jana (8) Moumita Panigrahi (9) Chhandita Sinha (10) Sudeshna Mitra (11) Susnata Ghosh (12) Mou Ghosal (13) Tanmoy Mitra (14) Arnab Ghosal (15) Jitendra Nath Pati (16) Soumyadip Chakraborty (17) Dip Saha (18) Anup Kumar Khan (19) Somnath Bhattacharyya (20) Sumalya Bag (21) Netrananda Moharana (22) Asis Patra (23) Gouranga Charan Maharana.

মুম্বাই গৌড়ীয় মঠে শ্রীভাগবত কথা সপ্তাহ

গৌড়ীয় মিশনের বর্ত্তমান আচার্য ও সভাপতি ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রীশ্রী মদ্ভক্তি সুহৃদ পরিব্রাজক গোস্বামী মহারাজের আনুগত্যে ও তাঁর কৃপাশীর্বাদ শিরোধারণ করে মিশনের সেবা সচিব ত্রিদন্ডীস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী মহারাজ মুম্বাই গৌড়ীয় মঠে গত ২৫-১২-২০১৬ থেকে ৩১-১২-২০১৬ পর্যন্ত সাতদিন ব্যাপী বৈকাল ৩/০ মিঃ হতে ৭/০ মিঃ পর্যন্ত শ্রীমদ্ভাগবতের গুরুত্বপূর্ণ শ্লোকগুলি উদাহরণ সহযোগে এবং দৈনন্দিন জীবনে সেই শ্লোকগুলির প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে বিশদ ব্যাখ্যা করেন। ভাগবত সভায় সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারী পুরুষ ও মহিলা গৃহস্থ ভক্তগণ সহ প্রায় ২৫০ ভক্ত প্রতিদিন উপস্থিত ছিলেন এবং তারা সকলেই হরিকথা শ্রবণ করে উপকৃত ও আনন্দিত হন।

মুম্বাই গৌড়ীয় মঠে সেবাসচিব মহোদয়ের পরিবেশিত শ্রীভাগবত কথা সপ্তাহে উপস্থিত ভক্তবৃন্দ

নির্যাণ

মুম্বাই নিবাসী শ্রী কাশীনাথ হাতি দীক্ষাপ্রাপ্ত নাম শ্রীকৃষ্ণদাস প্রভু গত ১২ই অক্টোবর, ২০১৬ পাপাংকুশা একাদশী তিথিতে শ্রী উর্জ্জাব্রত নিয়মসেবা বা শ্রী দামোদর ব্রত আরম্ভ দিনে শ্রীচরণামৃত গ্রহণান্তে ভগবন্নাম উচ্চারনপূর্ব্বক দুপুর ১২টায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

তিনি শৈশবকাল থেকেই ধার্মিক, পরোপকারী, সরলতা প্রভৃতি সদ্গুণে বিভূষিত ছিলেন, তিনি গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম বিষয়ে অবগত হয়ে তাতে খুব আকৃষ্ট হন, গৌড়ীয় মিশনকে শুদ্ধভক্তির একমাত্র প্রতিষ্ঠান বলে মর্মে মর্মে অনুভব করেন। শুদ্ধ বৈষ্ণব আচরণে অধিক নিষ্ঠাযুক্ত হন এবং প্রীতিভরে গুরু পাদপদ্মের সেবায় অধিক যত্নশীল হন।

ইনি বর্ত্তমান গুরুদেবের (শ্রীল গোস্বামীপাদ) নিকট দীক্ষাপ্রাপ্ত হন। মুম্বাই মঠের বাজার-হাট ইত্যাদি সেবা করতেন।

আজ তার অভাব হৃদয়কে গভীর স্পর্শ করে। তাঁর সেবাময় ভক্তিপূর্ণ জীবন আমাদের আদর্শনীয় হয়ে উঠুক।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয় মিশন

(রেজিষ্টার্ড)

প্রধান কার্যালয় ঃ
শ্রীগৌড়ীয় মঠ
১৬-এ, কালীপ্রসাদ চক্রবর্তী স্ট্রীট,
বাগবাজার, কলকাতা-৩
ফোন ঃ ২৫৫৪-৪১৫৫, ২৫৪৩-১৩৮৭
ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২৫৪৩-১৩৮৭

যোগাযোগ ঃ
শ্রীপাদ হৃষীকেশ মহারাজ
৮৪২০৬৯২৯৫২
শ্রীমৎ বন্ধুগৌরব ব্রহ্মচারী
৯০৫১৭৩৫৩১২
শ্রীপাদ মধুসূদন মহারাজ
৯০৫১৭৮১৪৯৩

e-mail : gaudiya@gaudiyamission.org / Visit us : www.gaudiyamission.org

শ্রীচৈতন্য জন্মোৎসব ও মেলা

উপলক্ষে অষ্ট-দিবসীয় বৈষ্ণব সম্মেলন ও সারস্বত আলোচনা সভা

স্থান ঃ বাগবাজার সার্বজনীন দুর্গোৎসব উদ্যান, তারিখ ঃ ১২-১৯ ফেব্রুয়ারী, ২০১৭
শ্রীচৈতন্যমেলার সময়সীমা ঃ ৬ই হইতে ১৯শে ফেব্রুয়ারী, ২০১৭ দুপুর ২টা হইতে রাত্রি ৯টা

বিপুলসম্মানপুরঃসরঃ নিবেদনমিদম্,

এতদ্দ্বারা সকল গৌরানুরাগী ভক্ত তথা কলকাতা মহানগরবাসী সুধীবৃন্দকে অতীব হর্ষের সহিত জানানো হইতেছে যে, কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীশচীনন্দন গৌরহরির ৫৩১তম শুভ জন্মোৎসব মহাড়ম্বরের সহিত পালিত হইবেন। এতদুপলক্ষে উত্তর কলকাতার বাগবাজারস্থিত **সার্বজনীন দুর্গোৎসব উদ্যানে** আগামী ১২ই ফেব্রুয়ারী হইতে ১৯শে ফেব্রুয়ারী, ২০১৭, অষ্ট-দিবসীয় অনুষ্ঠান হইবে। ১২ই ফেব্রুয়ারী রবিবার, জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে এক বিরাট নগরসংকীর্তন-শোভাযাত্রার আয়োজন করা হইয়াছে। উক্ত শোভাযাত্রাটি ধর্মতলা হইতে ওয়েলিংটন স্ট্রীট, কলেজস্ট্রীট, বিধান সরণী, শ্যামবাজার, বাগবাজার স্ট্রীট হইয়া সার্বজনীন দুর্গোৎসব উদ্যানে সমাপ্ত হইবে। ১২ই ফেব্রুয়ারী হইতে ১৯শে ফেব্রুয়ারী, ২০১৭, পর্যন্ত বিশেষ আলোচনা সভা তৎসহ প্রত্যহ ধর্ম সম্মেলন, প্রদর্শনী ও বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হইতেছে।

বর্তমান যুগে হিংসা ও অশান্তির দিনে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিশ্বভ্রাতৃত্ব, শান্তি ও বিমল প্রেমাদর্শের বার্তা সর্বত্র ছড়াইয়া দিতে আমাদিগের এই প্রয়াস। অতএব মহোদয়, উক্ত মহতী অনুষ্ঠানে আপনি আনুকূল্য পূর্বক সবান্ধবে যোগদান করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপালাভে মানব-জীবন সার্থক করুন—ইহাই প্রার্থনা।

নিবেদক

তাং ঃ ১০ই জানুয়ারী, ২০১৭
বাগবাজার

গৌড়ীয় মিশন, মহানাম সেবক সংঘ ও
পিপল্‌স্ ফোরাম্ ফর্ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু

আয়োজক ঃ গৌড়ীয় মিশন,
মহানাম সেবক সংঘ ও পিপল্‌স্ ফোরাম্ ফর্ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু

অনুষ্ঠান সূচী

১২ই ফেব্রুয়ারী, ২০১৭, রবিবার

সকাল ৮টা-দুপুর ১২টা	ঃ	**বিশাল নগর সংকীর্তন-শোভাযাত্রা ও উদ্বোধনী অনুষ্ঠান।** (শোভাযাত্রা ধর্মতলা হইতে ওয়েলিংটন স্ট্রীট, কলেজস্ট্রীট, বিধান সরণী, শ্যামবাজার, বাগবাজার স্ট্রীট হইয়া সার্বজনীন দুর্গোৎসব উদ্যানে প্রত্যাবর্তন)।
দুপুর ২টা-৪টা	ঃ	অঙ্কন প্রতিযোগিতা।
বিকাল ৩টা-৪টা	ঃ	সংকীর্তন।
বিকাল ৪টা-৭টা	ঃ	বক্তৃতা প্রতিযোগিতা। **বিষয় ঃ যুব মানসে মহাপ্রভুর স্থান (যুব সমাজ)।**
সন্ধ্যা ৭টা-৮টা	ঃ	সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

১৩ই ফেব্রুয়ারী, ২০১৭, সোমবার

দুপুর ৩টা-বিকেল ৪টা	ঃ	সংকীর্তন।
বিকাল ৪টা-বিকাল ৫টা	ঃ	ক্যুইজ। **বিষয় ঃ শ্রীমন্মহাপ্রভু ও তৎপার্ষদ।**
বিকাল ৫টা-সন্ধ্যা ৭টা	ঃ	ধর্মসভা। **বিষয় ঃ সনাতন ধর্মে পরিশুদ্ধি।**
সন্ধ্যা ৭টা-রাত্রি ৮টা	ঃ	সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

১৪ই ফেব্রুয়ারী, ২০১৭, মঙ্গলবার

দুপুর ৩টা-বিকেল ৪টা	ঃ	সংকীর্তন।
বিকাল ৪টা-সন্ধ্যা ৭টা	ঃ	ধর্মসভা। **বিষয় ঃ সনাতন ধর্মে পরিশুদ্ধি।**
সন্ধ্যা ৭টা-রাত্রি ৮টা	ঃ	সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

১৫ই ফেব্রুয়ারী, ২০১৭, বুধবার

দুপুর ৩টা-বিকেল ৪টা	ঃ	সংকীর্তন।
বিকাল ৪টা-সন্ধ্যা ৭টা	ঃ	গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্মেলন। **বিষয় ঃ বৈষ্ণব সমাজে জগদ্‌গুরু শ্রীল প্রভুপাদের অবদান।**
সন্ধ্যা ৭টা-রাত্রি ৮টা	ঃ	সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

১৬ই ফেব্রুয়ারী, ২০১৭, বৃহস্পতিবার

দুপুর ৩টা-বিকেল ৪টা	ঃ	সংকীর্তন।
বিকাল ৪টা-সন্ধ্যা ৭টা	ঃ	জাতীয় আলোচনা সভা। **বিষয় ঃ আধুনিক সমাজ ও শিক্ষাতে পরিশুদ্ধির সম্ভাবনা।**
সন্ধ্যা ৭টা-রাত্রি ৮টা	ঃ	সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

১৭ই ফেব্রুয়ারী, ২০১৭, শুক্রবার

দুপুর ৩টা-বিকেল ৪টা	ঃ	সংকীর্তন।
বিকাল ৪টা-সন্ধ্যা ৭টা	ঃ	জাতীয় আলোচনা সভা। **বিষয় ঃ আধুনিক সমাজ ও শিক্ষাতে পরিশুদ্ধির সম্ভাবনা।**
সন্ধ্যা ৭টা-রাত্রি ৮টা	ঃ	সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

১৮ই ফেব্রুয়ারী, ২০১৭, শনিবার

দুপুর ৩টা-বিকেল ৪টা	ঃ	সংকীর্তন।
বিকাল ৪টা-সন্ধ্যা ৭টা	ঃ	গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্মেলন। **বিষয় ঃ শ্রীমন্মহাপ্রভুর দৃষ্টিতে পরিশুদ্ধি।**
সন্ধ্যা ৭টা-রাত্রি ৮টা	ঃ	সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

১৯ই ফেব্রুয়ারী, ২০১৭, রবিবার

দুপুর ৩টা-বিকেল ৪টা	ঃ	সংকীর্তন।
বিকাল ৪টা-সন্ধ্যা ৫.৩০টা	ঃ	সমাপ্তি অধিবেশন।
সন্ধ্যা ৫.৩০টা-সন্ধ্যা ৬.৩০টা	ঃ	পুরস্কার বিতরণ।
সন্ধ্যা ৬.৩০টা-রাত্রি ৮টা	ঃ	সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ নগর-সংকীর্তনে যোগদানকারী সকল সংস্থাকে তাঁহাদিগের প্রচারগাড়ীতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সুসজ্জিত চিত্রপট স্থাপন এবং শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রবর্তিত হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করিতে সনির্বন্ধ অনুরোধ করা হইতেছে। যোগদানকারী সকলে যথাশীঘ্র নাম নথিভুক্ত করিবেন। এ বিষয়ে শ্রীপাদ হৃষীকেশ মহারাজের সহিত যোগাযোগ করিবেন। যে কোন সম্প্রদায় উৎসব প্রাঙ্গণে প্রদর্শনী স্টলের জন্যও যোগাযোগ করিতে পারেন। প্রদর্শনী স্টল ৬ই ফেব্রুয়ারী হইতে শুরু হইবে।

শ্রী শ্রী গুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় মঠ
বাগবাজার, কোলকাতা - ৩
ফোন ঃ-২৫৫৪ ৪১৫৫

গৌড়ীয় মিশন
(রেজিষ্টার্ড)

"যস্য প্রসাদাদ্ ভগবৎ প্রসাদো যস্যাপ্রসাদান্ন গতিঃ কুতোঽপি।
ধ্যায়ং স্তুবংস্তস্য যশস্ত্রিসন্ধ্যং বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্ ॥"

শ্রীশ্রী গৌরকৃষ্ণ-পাদপদ্ম-মধুপাশ্রিতেষু—

আগামী ১২ই ফাল্গুন, ১৪২৩ শুক্রবার (২৪শে ফেব্রুয়ারী, ২০১৭) গৌড়ীয় মিশনের প্রধান কার্য্যালয় বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয় মঠে মিশনের বর্ত্তমান আচার্য্য ও সভাপতি **ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮ শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ পরিব্রাজক মহারাজ**-এর ভুবন-মঙ্গলময় ৭০তম বর্ষপূর্ত্তি শুভ আবির্ভাব তিথি উপলক্ষ্যে শ্রীগুরুপূজা মহোৎসব তাঁর সাক্ষাৎ উপস্থিতিতে শ্রীহরিসংকীর্ত্তন সহযোগে অনুষ্ঠিত হইবেন।

এতদুপলক্ষে বাগবাজারস্থ শ্রীগৌড়ীয় মঠে তিন দিন ব্যাপী শ্রীগুরু-প্রশস্তি, ভক্তিগ্রন্থ পাঠ ও শ্রীহরি সংকীর্ত্তন প্রভৃতি ভক্ত্যঙ্গ যাজিত হইবেন। মহাশয় কৃপাপূর্ব্বক সবান্ধব যোগদান করিলে মিশনের সদস্যবর্গ পরমানন্দিত হইবেন।

নিবেদন ইতি—
শ্রী সজ্জন কিঙ্করাভাস
শ্রী ভক্তি সুন্দর সন্ন্যাসী
সেবাসচিব, গৌড়ীয় মিশন

ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮
শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি সুহৃদ্ পরিব্রাজক গোস্বামী মহারাজ

ঃ সেবাসূচী ঃ

বৃহস্পতিবার, ১১ই ফাল্গুন (২৩শে ফেব্রুয়ারী, ২০১৭)

পূর্বাহ্ন, অপরাহ্ন ও সন্ধ্যায় শ্রীগুরু-মহিমা কীর্ত্তন ও অধিবাস সঙ্কীর্ত্তন।

শুক্রবার, ১২ই ফাল্গুন, (২৪শে ফেব্রুয়ারী, ২০১৭)

পূর্বাহ্ন ৮টা হইতে শ্রীগুরু-বন্দনা কীর্ত্তন, অভিনন্দন পাঠ, মধ্যাহ্নে শ্রীল গোস্বামিপাদের ভাষণ, গুরুপূজা, আরতি ও পুষ্পাঞ্জলি। অপরাহ্ন ৫ ঘটিকায় শ্রীগুরু মহিমা কীর্ত্তন ও শ্রদ্ধাঞ্জলি পাঠ।

শনিবার, ১৩ই ফাল্গুন (২৫শে ফেব্রুয়ারী, ২০১৭)

শ্রীশিবচতুর্দ্দশীর ব্রতোপবাস ও শ্রীগুরু মহিমা কীর্ত্তন।

মহোৎসব পঞ্জী

১৭ই ফাল্গুন (১লা মার্চ) বুধবার হইতে ২২শে ফাল্গুন (৬ই মার্চ, ২০১৭)
সোমবার পর্য্যন্ত সপ্তাহকাল ব্যাপী শ্রীগৌরলীলা কথা

২২শে ফাল্গুন (৬ই মার্চ, ২০১৭) সোমবার

শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-ধামপরিক্রমার শুভ মঙ্গল অধিবাস হরি সংকীর্ত্তনোৎসব

২৩শে ফাল্গুন (৭ই মার্চ, ২০১৭) মঙ্গলবার, পরিক্রমার প্রথম দিবস

শ্রীরুদ্রদ্বীপ ও শ্রীসীমন্তদ্বীপ পরিক্রমণ

(সিমুলিয়া ● শরডাঙ্গা ● শোনডাঙ্গা ● মেঘারচর ● বেলপুকুর বা বিল্বপুষ্করিণী ● শ্রীশচীমাতার পিতা নীলাম্বর চক্রবর্ত্তীর পাট ● বামনপুকুর ● চাঁদকাজীর সমাধি ● রুদ্রপাড়া ● শঙ্করপুর ● নিদয়াঘাট ● শ্রীমাধাইর ঘাট ও শ্রীধরাঙ্গন ভারুইডাঙ্গা প্রভৃতি পরিক্রমা)।

২৪শে ফাল্গুন (৮ই মার্চ, ২০১৭) বুধবার, পরিক্রমার দ্বিতীয় দিবস

শ্রীগোদ্রুমদ্বীপ ও শ্রীমধ্যদ্বীপ পরিক্রমণ

(গাদিগাছা ● হংসবাহন ● গঙ্গা-সরস্বতী-সঙ্গম ● শ্রীসুরভিকুঞ্জ ● শ্রীস্বানন্দসুখদকুঞ্জ ● শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সমাধিমন্দির ● সুবর্ণ-বিহার ● অলকানন্দা ● মহাবারাণসী ● শ্রীহরিহরক্ষেত্র ● শ্রীনৃসিংহপল্লী পরিক্রমা) **শ্রীআমলকী একাদশীর ব্রতোপবাস।**

২৫শে ফাল্গুন (৯ই মার্চ, ২০১৭) বৃহস্পতিবার, পরিক্রমার তৃতীয় দিবস

শ্রীকোলদ্বীপ ও শ্রীঋতুদ্বীপ পরিক্রমণ

(কুলিয়া—বর্ত্তমান শহর নবদ্বীপ ● প্রৌঢ়মায়া (পোড়ামাতলা) ● শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজের ভজনকুটীর ও সমাধি ● রাহুতপুর ● চম্পহট্ট বা চাঁপাহাটীতে শ্রীশ্রীগৌর-গদাধরের শ্রীমন্দির ● সমুদ্রগড় ও বিদ্যানগর — শ্রীগৌরপার্ষদ শ্রীবিদ্যাবাচস্পতির স্থান পরিক্রমা) **দি ৯।৪০ মিঃ মধ্যে একাদশী ব্রতের পারণ। শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরী গোস্বামিপাদের তিরোভাব।**

২৬শে ফাল্গুন (১০ই মার্চ, ২০১৭) শুক্রবার, পরিক্রমার চতুর্থ দিবস

শ্রীজহ্নুদ্বীপ ও শ্রীমোদদ্রুমদ্বীপ পরিক্রমণ

(জান্নগর—জহ্নুমুনির তপস্যার স্থান ● মামগাছি—শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের শ্রীপাট ● সিদ্ধবকুলতলা শ্রীসারঙ্গমুরারির শ্রীপাট ● শ্রীমদনগোপাল ও শ্রীগোপীনাথ দর্শন)।

২৭শে ফাল্গুন (১১ই মার্চ, ২০১৭) শনিবার, পরিক্রমার পঞ্চম দিবস

শ্রীমায়াপুর (শ্রীঅন্তর্দ্বীপ) পরিক্রমণ

(শ্রীযোগপীঠ-মন্দির ● শ্রীনৃসিংহ-মন্দির ● শ্রীবাসাঙ্গন ● অদ্বৈতভবন ● শ্রীমুরারিগুপ্তভবন ● শ্রীচন্দ্রশেখর ভবন ● শ্রীচৈতন্যমঠ ● শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সমাধি ● শ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী বাবাজী মহারাজের সমাধি ● বল্লালদীঘি পরিক্রমণ।) সন্ধ্যায় শ্রীগুরুপূজা মহোৎসব ও শ্রীগৌরজয়ন্তীর শুভ অধিবাস।

২৮শে ফাল্গুন (১২ই মার্চ, ২০১৭) রবিবার

শ্রীশ্রীগৌরজয়ন্তীর ব্রতোপবাস ● অহোরাত্রব্যাপী শ্রীহরিকীর্ত্তন মহাযজ্ঞে সংকীর্ত্তনৈক পিতা **শ্রীশ্রীমদ্ গৌরহরির আবির্ভাব তিথি আরাধনা** ● ভক্ত সম্মেলন ● শ্রীগৌরমহিমা সূচক বক্তৃতা ● শ্রীগৌরলীলা গ্রন্থপাঠ ও পারায়ণ ● প্রদোষে **শ্রীগৌরাবির্ভাব-তিথিপূজা ও রাত্রিতে শ্রীগৌরাঙ্গ লীলা-প্রদর্শন ও শ্রীনাম সংকীর্ত্তন।**

২৯শে ফাল্গুন (১৩ই মার্চ, ২০১৭) সোমবার, **দি ৯।৪২ মিঃ মধ্যে শ্রীগৌরজয়ন্তী ব্রতের পারণ।**
মহাপ্রসাদ বিতরণ ও মহামহোৎসব সমাপ্তি।

দৈবানুরোধে ও প্রয়োজনানুসারে এই পঞ্জী পরিবর্ত্তন যোগ্য

বিশেষ দ্রষ্টব্য

(১) পরিক্রমায় যোগদানকারী সকল ভক্ত ও যাত্রীগণের নিকট নিবেদন দ্রব্যমূল্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়ায় সহৃদয় ভক্তগণের সহযোগিতা একান্ত প্রার্থনীয়।

(২) যাত্রিগণ অনুগ্রহপূর্ব্বক নিজ নিজ বিছানা, মশারী, গামছা, ঘটি, বাটি, টর্চ প্রভৃতি নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিষ সঙ্গে আনিবেন। বিনা টিকিটে ধামবাস করিয়া অপরাধ সঞ্চয় করিবেন না।

পথের পরিচয় ঃ বাহিরের যাত্রিগণ ট্রেনে শিয়ালদহ ষ্টেশন হইতে কৃষ্ণনগর সিটি জংসনে নামিয়া অটোরিক্সা যোগে অথবা হাওড়া ষ্টেশন হইতে শ্রীনবদ্বীপ ধাম ষ্টেশনে নামিয়া গঙ্গা পার হইয়া ১০ মিনিটে স্বরূপগঞ্জ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গৌড়ীয় মঠে পৌঁছিবেন।

গৌড়ীয় মিশন হইতে প্রকাশিত বাংলা ভাষায় "শ্রীভক্তিপত্র" (মাসিক), উড়িষ্যা ভাষায় 'পরমার্থী' (মাসিক) এবং হিন্দী ভাষায় 'বৈকুণ্ঠ বার্ত্তা' (ত্রৈমাসিক) পারমার্থিক পত্রিকা আপনি পড়ুন ও সকলকে পড়ান।

বিপুলসম্মানপুরঃসর নিবেদন—

নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের কৃপাভিষিক্ত নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔডুলোমি মহারাজ ও নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ ভাগবত মহারাজের কৃপাশীর্ব্বাদ-প্রাপ্ত গৌড়ীয় মিশনের বর্ত্তমান আচার্য্য ও পাত্ররাজ ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি সুহৃদ্ পরিব্রাজক মহারাজের নেতৃত্বে ও গৌড়ীয় মিশনের পরিচর্য্যা পরিষদের সেবোদ্যোগে নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিকেবল ঔডুলোমি মহারাজ প্রতিষ্ঠিত গৌড়ীয় মিশনের অন্যতম শাখা শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গৌড়ীয় মঠকে কেন্দ্র করিয়া আগামী **২২শে ফাল্গুন, (৬ই মার্চ) সোমবার হইতে ২৯শে ফাল্গুন, ১৪২৩ (১৩ই মার্চ, ২০১৭) সোমবার পর্য্যন্ত** নবধা ভক্তির পীঠস্বরূপ শ্রীধাম নবদ্বীপের নয়টি দ্বীপ বৈষ্ণব সঙ্গে হরিকীর্ত্তন সহযোগে পরিক্রমা, শ্রীমন্ মহাপ্রভু ও তৎ পার্ষদগণের লীলাস্থলী দর্শন, পতিতপাবনী গঙ্গায় স্নানাদি শুদ্ধ ভক্ত্যঙ্গসমূহ অনুষ্ঠিত হইবেন এবং **২৮শে ফাল্গুন (১২ই মার্চ, ২০১৭) রবিবার কলিযুগ-পাবনাবতারী শ্রীশ্রীমদ্ গৌরসুন্দরের শুভাবির্ভাব তিথি** অহোরাত্র-ব্যাপী শ্রীহরিসংকীর্ত্তন মুখে অনুষ্ঠিত হইবেন। এতদুপলক্ষে সপ্তাহ কালব্যাপী শ্রীগৌরলীলা কথা, পারমার্থিক প্রদর্শনী ও ভক্তিগ্রন্থ পারায়ণ, সাধু-বৈষ্ণব সেবা প্রভৃতি ভক্ত্যঙ্গ যথাবিধি অনুষ্ঠিত হইবেন।

শ্রদ্ধেয় সজ্জনবৃন্দ আপনাদিগকে সবান্ধব এই শ্রীগৌরধাম পরিক্রমায়, শ্রীগৌর জন্মোৎসবে এবং পারমার্থিক প্রদর্শনী দর্শনে যোগদান করিবার জন্য আমরা সাদর আহ্বান জানাইতেছি। স্বয়ং যোগদানে অসমর্থ হইলে এই ভক্ত্যঙ্গ যাজনে সাধ্যমত দ্রব্য ও অর্থাদির দ্বারা সেবানুকূল্য বিধান করিলেও ন্যূনাধিক সাধন ফল লাভ ঘটিবে।

নিবেদন ইতি—
সজ্জন কিংকরাভাস
শ্রীভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী
সেবাসচিব, গৌড়ীয় মিশন

দরিদ্র আর্ত্ত শিশুদের সেবায় গৌড়ীয় মিশন

বাগবাজার গৌড়ীয় মিশন একটি ঐতিহ্যময়ী প্রাচীন প্রতিষ্ঠান। দীর্ঘ কয়েকবছর ধরে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে পীড়িত মানুষদের জন্য অন্ন, বস্ত্র ও ঔষধাদি বিতরণ করে আসছেন। গত ২২ শে জানুয়ারী, রবিবার ২০১৭ তারিখ দক্ষিণ ২৪ পরগণায় জয়নগর থানাস্থিত শ্রীকৃষ্ণনগর গ্রামে ১৯৬৬ সালে প্রতিষ্ঠিত প্রাচীন শ্রীকৃষ্ণনগর হাই স্কুল (বয়েজ হোস্টেল) প্রাঙ্গনে মিশন কর্ত্তৃক একটি নিঃশুল্ক চিকিৎসা শিবির অনুষ্ঠিত হয়। তথায় গরীব, দুঃখী ও আবালবৃদ্ধবনিতাসহ প্রায় ১৯৮ জন রোগীর সুচিকিৎসা করা হয়। কলকাতা বিশিষ্ট চিকিৎসক ডঃ পি. আর. রায়. চৌধুরী (ডি. এম.) মহাশয় বেলা ১১ টা হতে বিকাল ৩.৩০ মিঃ পর্যন্ত সকল পীড়িত রোগীদের যত্ন সহকারে চিকিৎসা করেন। ১৯৮ জন রোগী মধ্যে উক্ত হোস্টেলের ৯৮ জন শিশু বালক ছাত্র এছাড়া পুরুষ ২৫ জন ও মহিলা ৭৫ জন ছিলেন। সকল রোগীদেরকে মিশন কর্ত্তৃক বিনামূল্যে ঔষধ বিতরণ করা হয়। মিশন হতে শ্রীসুদাম দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীকাশীনাথ রায়, শচীসূনু দাসাধিকারী, বিল্টু চক্রবর্ত্তী ও উক্ত স্কুলের হেডমাষ্টার শ্রীঅশোক কুমার নস্কর বিশেষভাবে সহযোগিতা করেন। তাছাড়া স্থানীয় গ্রামবাসীগণের সেবাচেষ্টা প্রশংসনীয়। মিশনের সেবাসচিব ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসুন্দর সন্ন্যাসী মহারাজের তত্ত্বাবধানে উক্ত শিবিরের কার্য সুষ্ঠভাবে সম্পাদিত হয়।

দক্ষিণ ২৪ পরগণায় নিঃশুল্ক স্বাস্থ্য শিবিরের একটি দৃশ্য

Registered : KOL RMS/35/2016-2018

Date of Publication on 02/02/2017

SRI BHAKTIPATRA
PRINTED RELIGIOUS BOOK

PRINTED and PUBLISHED by Sri B. N. Nyasi Maharaj on Behalf of Gaudiya Mission Printed at Sri Bhagabat Press, 16A, Kali Prasad Chakraborty Street, Baghbazar, Kolkata - 700 003, and Published from 16A, Kali Prasad Chakraborty Street, Kolkata - 700 003, Editor : Sri B. B. Parjatak Maharaj
R.N.I - 24718/73

আনন্দ সংবাদ আনন্দ সংবাদ

গৌড়ীয় মিশন হইতে নতুন প্রকাশিত দ্বাদশ খণ্ড
সমন্বিত শ্রীমদ্ভাগবতম্
২০% ছাড়ে পাওয়া যাইতেছে।
শীঘ্র সংগ্রহ করুন।

বিঃ দ্রঃ- পুরানো শ্রীমদ্ভাগবতম্ ৫০ শতাংশ ছাড়ে দেওয়া হইতেছে। অতি শীঘ্র সংগ্রহ করুন।

নিয়মাবলী

১। শ্রীভক্তি-পত্র পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা। বৎসরের ১২ সংখ্যায় প্রকাশিত হইবেন। শ্রীকৃষ্ণ-জয়ন্তীর দিন হইতে বৎসরারম্ভ।

২। শ্রীভক্তি-পত্রের বার্ষিক ভিক্ষা ৮০.০০ (আশি টাকা) মাত্র এবং উহা অগ্রিম দেয়। প্রতি সংখ্যার ভিক্ষা ৭.০০ (সাত টাকা মাত্র)।

৩। বৎসরের যে কোন সময় হইতে গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হওয়া যায়। গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত থাকিতে অনিচ্ছুক হইলে দুইমাস পূর্বে সম্পাদককে জানাইতে হইবে।

৪। নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই নূতন বৎসরের জন্য ভিক্ষা অগ্রিম পাঠাইয়া অনুগৃহীত করিবেন।

৫। শ্রীভক্তি-পত্র ইংরাজী মাসের তৃতীয় সপ্তাহের মধ্যে না পাইলে স্থানীয় ডাকঘরে অনুসন্ধান করিবেন ও ফলাফল কার্য্যালয়ে জানাইবেন।

৬। ঠিকানা পরিবর্তন করিলে যথা সময়ে শ্রীভক্তিপত্র কার্য্যালয়ে জানাইবেন। পত্রাদি ব্যবহারের সময় গ্রাহক নং উল্লেখ করিবেন।

৭। শ্রীভক্তি-পত্রে প্রকাশের জন্য প্রবন্ধাদি নকল রাখিয়া পাঠাইবেন। অমনোনীত লেখা ফেরৎ পাঠানো হয় না। প্রয়োজনবোধে লেখার কিছু অদল বদল গ্রাহ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে।

৮। পত্রোত্তর পাইতে হইলে প্রায়োজনীয় ডাক টিকিট পাঠাইবেন অথবা রিপ্লাই পোষ্টকার্ডে লিখিবেন।

৯। শ্রীভক্তি-পত্রের ভিক্ষা ও পত্রাদি সরাসরি শ্রীভক্তি-পত্রের কার্য্যালয়ে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইবেন, অন্যথায় ভিকাদির অপ্রাপ্তি বিষয়ে কর্তৃপক্ষ দায়ী থাকিবেন না।

Address :
In-Charge,
Sri Bhaktipatra Office
Gaudiya Mission
16A, Kaliprasad Chakraborty Street
Baghbazar, Kolkata - 700 003
Mob. : 9903615586, 8420692952
E-mail : gaudiya@gaudiyamission.org
Visit us : www.gaudiyamission.org